বিষয়-বিজ্ঞান।

মক্ষিকা।......সৃষ্টি দ্বিবিধ, দৈব ও মানুষ। পৃথিবী, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, জীব, উদ্ভিদ, গগন, তারকাদি প্রাকৃতিক জগৎ দৈবসৃষ্টি এবং মমতামূলক যাবতীয় ব্যাপার অর্থাৎ আমার গৃহ, আমার স্ত্রী,—আমার ভূমি,—আমার পুত্র, ইত্যাদি মানুষ সৃষ্টি। এই দ্বিবিধ সৃষ্টি সম্বন্ধে দুই একটী কথা পরের প্রবন্ধে বলিবার বাসনা থাকিল। অদ্যকার বক্তব্য এই, আমরা জন্ম দোষে বা কর্ম্ম দোষে দৈব সৃষ্টি ত্যাগ করিয়া মানুষ সৃষ্টিতে নিমগ্ন হইয়া থাকি। কিন্তু ক্ষণমাত্র দৃষ্টিকে মানুষ সৃষ্টি হইতে আকর্ষণ করিয়া দৈব সৃষ্টিতে নিবিষ্ট করিলে কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করা যায়। ফলে আমাদের ভাগ্যে সেরূপ আনন্দ প্রায়ই ঘটে না। ঘটনা বশে একদিন কোন পল্লীগ্রামের বনমধ্যে যে বিষয় দর্শন করিয়াছি, যথাযথ বর্ণন করিয়া অদ্য তাহাই বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার প্রদান করিলাম।

সকলেই সর্ব্বদা স্ব স্ব গাত্রে, মস্যাধারে, লেখনীর অগ্রে, ভোজন পাত্রে ইত্যাদি বহুবিধ স্থলে নানাপ্রকার মক্ষিকা দর্শন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ঐসকল মক্ষিকা এত উৎপাতজনক হইয়া উঠে যে, কেহ কেহ সাতিশয় বিরক্ত হইয়া মক্ষিকাকুল নির্ম্মূল করিবারও চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা যখন দেশীয় পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণে নিযুক্ত ছিলাম, তখন দেখিয়াছি, আমাদের একজন সহাধ্যায়ী, জমিদার পুত্র পাঠশালার কোন স্থানে কিছু দিন সর্করা রেখা ক্রমে স্থাপন করিতেন এবং উহার উভয় পার্শ্বে বারুদও ঐভাবে স্থাপন করিতেন। তাহার পর যখন চিনির মিষ্টতায় লুব্ধ হইয়া মক্ষিকাগণও সর্করাসনে উপবেশন করিয়া চিনির শুভ্র রেখাকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তুলিত, তখন আমাদের "দয়ালু" বন্ধু সেই বারুদের এক প্রান্তে অগ্নি সংযোগ করিতেন। বারণাবতের জতুগৃহ দগ্ধ হইত, কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না। মক্ষিকাকুলের কিয়দংশ দগ্ধ হইয়া যাইত বটে, কিন্তু মক্ষিকাকুল যে ভাণ্ডারের সম্পত্তি—সে ভাণ্ডার অক্ষয়। সুতরাং জমিদার নন্দনের জীব হিংসা জন্য পাপ সঞ্চয় ভিন্ন অন্য কিছু লাভ হইত না।

মক্ষিকাকুলের আদিম উৎপত্তি কিরূপ, বোধ হয় কাহারই তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা হয় নাই; আমিও যে তাহা বুঝিয়াছি, এরূপ বলিতেছি না।

তবে একটী প্রাকৃতিক ঘটনা যেরূপ দর্শন করিয়াছি, তাহাই বিজ্ঞ পাঠক সমাজে উপস্থিত করিলাম, বিজ্ঞানরসিক ব্যক্তিগণ তাহাহইতে সত্য নিরূপণ করিবেন এবং তদ্বিষয়ক স্বীয় মন্তব্য পুনরায় বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিবেন, এরূপ ভরসা করি।

একটী স্থান, সেই স্থানটী বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ আম্রতরুর ছায়ায় সমাচ্ছাদিত। অন্যান্য বড় বড় গাছের তলভাগ যেরূপ পরিষ্কার, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে তৃণগুল্মাদি শূন্য, এ স্থানটীও সেইরূপ। কেবল মুস্তা (মুথা) জাতীয় এক প্রকার তৃণ বিরলভাবে অবস্থিত। সেইসকল তৃণের মধ্যস্থল হইতে একটী করিয়া শিষ নির্গত হইয়াছে। শিষগুলি স্বচ্ছ ও শূন্যগর্ভ। মুস্তা জাতীয় ঘাসের শিষগুলি একটু বিচিত্র প্রকারের বোধ হওয়ায় সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, প্রত্যেক শিষের মধ্যে এক একটী কীট অবস্থান করিতেছে এবং শিষগুলির স্বচ্ছতা নিবন্ধন তাহা বাহির হইতে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে। শিষগুলির গাত্রের কোন স্থলে একটীও ছিদ্র নাই যে, তদ্দ্বারা অনুমান করা যাইবে, কীটগুলি বাহির হইতে শিষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই ব্যাপার দর্শনে অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চার করিতে করিতে সেইরূপ কীটগর্ভ শিষবিশিষ্ট অসংখ্য তৃণ নয়নপথে পতিত হইল। যতই মনঃসংযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম, ততই অভিনব দৃশ্যাবলীতে নয়ন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। দেখিলাম, কোন কোন কীট পক্ষবিশিষ্ট হইয়া শুভ্রবর্ণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া শিষের অগ্রভাগে সঙ্কুচিতভাবে অবস্থান করিতেছে। কোন কোনটী বা শিষের অগ্রভাগে ছিদ্র করিয়া পলায়ন করিয়াছে,—একটী অতি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ অঙ্গাবরণ (খোলস) শিষের অভ্যন্তরে অবশিষ্ট রহিয়াছে। যেসকল কীট পক্ষবিশিষ্ট হইয়া তৃণের শিষ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল, আমি তাহার ২।১টী বাহির করিয়া দেখিলাম,—সেগুলি মক্ষিকা! বোধ হয়, প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অবগত আছেন যে, মক্ষিকাকুলের আদিম উৎপত্তি এইরূপ।

প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল, কোন পল্লীগ্রামের আম্র উদ্যানে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তাহার পর কত স্থানে সেইরূপ তৃণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু আর কোথাও সেরূপ ব্যাপার দেখিতে পাই নাই।

গুলঞ্চ লতা—এইটী ভারতীয় একটী প্রধান ভৈষজ্য লতা। ইহার নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, এবং ঐ লতাটী কিরূপ, বোধ করি, অনেকে তাহা স্বচক্ষে নিরীক্ষণও করিয়াছেন। কিন্তু উহার একটী গুণ, সকলের জানা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

অথচ প্রকৃতি-প্রেমিক ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা অতিশয় প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা শিবপুরের "বটানিকেল গার্ডেন" দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তথায় "আর্কিড্ হাউস্" নামে একটী স্থান আছে, সেইটীই ঐ উদ্যানের সারভূত। তাহার প্রতি উদ্যানরক্ষকগণের যত্ন ও ব্যয় পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে সকল উদ্ভিদ জল-মৃত্তিকা * সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল বায়ু, আলোক ও উত্তাপ আহার করিয়া জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়, এই গৃহে তাদৃশ উদ্ভিদসকল রক্ষিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হয় না ঐ গৃহে গুলঞ্চ লতা আছে কি না। না থাকাই সম্ভব,—কেননা উহা দেশীয়।

গুলঞ্চ লতার প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে স্থূল সূত্র বা তন্তুর ন্যায় একপ্রকার সুদীর্ঘ লতা নির্গত হয়। স্থল বিশেষে অর্থাৎ জননী-লতার বাসস্থানের উচ্চতানুসারে উহা কখন কখন পঞ্চাশৎ হইতে শতহস্ত পরিমিত ও দীর্ঘ হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ বিদ্যায় উহাকে আস্থানিক মূল কহে। ঐ লতারও এতাদৃশী শক্তি আছে যে, বহুদিন জল মৃত্তিকার সংযোগ ব্যতিরেকে জীবিত থাকে এবং আস্থানিক মূল সৃষ্টি করে। আমি একটী গুলঞ্চ লতা গৃহে রাখিয়াছিলাম; উহা দুই মাসেও জীবন হীন হয় নাই এবং নিয়ত ৫।৬ হাত লম্বা আস্থানিক মূল জন্মাইয়াছিল। ইহার মধ্যে এক বিন্দুও জল সংযোগ করি নাই। বোধ হয়, মধ্যে মধ্যে একটু জল দিলে উহা চিরকালই শূন্য স্থানে জীবিত থাকিয়া আস্থানিক মূলের সৃষ্টি করে। উহা দেখিতে অতি সুন্দর ও বিমল আনন্দপ্রদ। মূলে উৎকৃষ্ট কুসুমদাম রচিত হইয়া থাকে। কবিগণ বলেন, বনবাসীদিগের কুসুম বিলাস সম্পাদন জন্যই গুলঞ্চলতা মালা গাঁথিবার তেমন সুন্দর সূত্র যোগাইয়া থাকে।

পাতায় মধু—সুন্দরী প্রজাপতি সকল সুন্দর স্ফুটন্ত ফুলের মুখ চুম্বন করে, তাহাই সচারাচর সকলে দেখিয়া থাকেন; কিন্তু তাহারা যে, কচি কচি তেল কুচ কুচে পাতাগুলিকেও প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করে, তাহা বুঝি সকলে দেখেন না। আমরা দেখিয়াছি, প্রজাপতির কুসুমকিসলয়ে সমান উল্লাস। এই জন্য বোধ হয়, প্রজাপতি যার লোভে ফুলে যায়, তারই লোভে পাতার নিকট ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে বলিবেন, পাতায় আবার মধু কোথায়? আমরা বলি পাতাই মধুর ভাণ্ড! যে মধু ভাল বাসে, সে মধুর ভাঁড়ও চাটিতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন, ফুল পত্রেরই পরিণাম।

পক্ষে মধুমাক্ষিকা—ভ্রমর ও মধুমক্ষিকা পরিমলপূর্ণ বিকসিত কুসুমের প্রেমে চিরমুগ্ধ, সকলে তাহাই জানেন।

* কোন কোন উদ্ভিদে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র জল সংযোগ করিতে হয়।

তাহারা মকরন্দ লোভে অন্ধ হইয়া ফুটন্ত ফুলের দ্বারে দ্বারে মধু যাচে, সকলে তাহাই দেখিয়া থাকেন! যাহারা এমন ভোজনচতুর, পুষ্পমধু ভিন্ন আহার করে না, তাহারা পূতিগন্ধিময় পঙ্কে কেন? যেখানে অনবরত জলপড়ায় মাটি পচিয়া দুর্গন্ধ হয়, শত শত মৌমাছী তথায় মহানন্দে বিচরণ করে, এ ঘটনা বোধ হয় সকলের দৃষ্টিতে পতিত হয় না। এই ঘটনা দর্শনে যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে, পচা পাঁকেও মধু আছে। মধু হীন বস্তু নাই,—সকল পদার্থেই মধু আছে। আর এক দিন, কোন স্থলে দেখিলাম, কাঁচা আম কাঠ চেলা হইতেছে। সেই চেলা কাঠে অসংখ্য মক্ষিকা বসিয়া ভোঁ ভোঁ করিতেছে। তাহাদের ভাব দেখিয়া আনন্দধ্বনি বোধ হয়। পাকা আম কাঁঠালের সঙ্গে মক্ষিকাগণ যেরূপ ব্যবহার করে, আমের চেলাকাঠের সঙ্গেও সেইরূপ দেখিলাম। যাহারা কাঠ চেলা করিতে- [illegible] তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, [illegible] এত মাছী কেন হে?" [illegible] ছিল,—"চেলাকাঠে মধু [illegible] জিনিস নাই।" [illegible] বিষয়ে যত চিন্তা [illegible] দেখিয়াছি, [illegible] ও [illegible] হই- [illegible] রীক্ষার [illegible] করিয়া দেখাইতে পারিলাম না যে, কোন্ পদার্থে কতটুকু মধু আছে। উপাদান অনন্ত প্রকার হইলেও মধু একই প্রকার। সকল উপাদান ভেদ করিয়া মধু আস্বাদ করিবার শক্তি মানুষের জিহ্বায় নাই,—থাকিলে আমরাও প্রজাপতির ন্যায় পাতা চাটিতাম, মৌমাছীর ন্যায় পচা পাঁক চাটিতাম, আরশুলার ন্যায় আরও কত কি চাটিতাম,—ইত্যাদি। এই স্থলে আরও একটা কথা বলিবার অবসর আছে। কথাটা এই, আমরা যাহাদিগকে মিষ্ট মনে করি, উপরিউক্ত প্রাণিগণও তাহাদিগকে মিষ্ট মনে করে। আমরা যাহাদিগকে অমিষ্ট, বিস্বাদ বা দুর্গন্ধ মনে করি, ঐ সকল প্রাণী তাহাদিগকেই মিষ্ট, সুস্বাদ ও সুগন্ধ মনে করে। তবে বাহ্য ইন্দ্রিয় গুলা অধিক পূর্ণ কাহাদের? আমাদের না উহাদের?

আমের নূতন চারা।—আজ কাল ফুল ফলের কলমের প্রতি লোকের বড় যত্ন দেখা যায়। অনেকে অনেক ব্যয় ও যত্ন করিয়া ভাল আমের কলম সংগ্রহ করেন। অনেকে স্বহস্তেও যোড় কলম বাঁধিতে পারেন। যাঁহাদের কলম বাঁধা অভ্যাস আছে, তাঁহাদিগকে একটা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। যেসকল আমের চারার আঁটি ঘসিয়া বালক বালিকারা বাঁশী করে, সেই চারার একস্থান একটুমাত্র কাচের দ্বারা ঘসিয়া এবং ভাল আমগাছের ঠিক সেই

প্রকার সরু ডালের একস্থান ঐরূপে ঘসিয়া একটু সূতা দ্বারা দুইটীর যথাস্থান বাঁধিয়া দিলে একপক্ষের মধ্যে যোড় লাগে। এই সময়ে ঐরূপ কলম বাঁধিবার বড় সুবিধা, কেননা আমের নূতন চারা এখন চারিদিকে অজস্র।

বাষ্পীয় যন্ত্র (STEAM ENGINE)

পদার্থশাস্ত্রানুশীলনকারী ব্যক্তিরা অবগত আছেন যে হিরো নামক এক ব্যক্তি প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাষ্পীয়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি জলের শক্তিরহস্য জ্ঞাত ছিলেন, সুতরাং তিনি কৃত্রিম প্রস্রবণ বা ফোয়ারা প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার নির্ম্মিত বাষ্পীয় কল ইয়লিপাইল (Eolipyle) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার পর সলোমান কক্স (Solomon Caux) এবং মারকুইস অব ষ্টারের নামও বাষ্পীয় যন্ত্রের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দির শেষ ভাগে (১৬৯৯ খৃঃ পূর্ব্বে) ডেনিস পেপিন (Denis Papin) নামক ফরাসী বিজ্ঞানবিদ ইহার উন্নতিসাধন করেন। তিনি বাষ্পীয়তরীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও হয়।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে নিউকোমেন ও কলি (Neuucomen and Cawley) খনিকার্য্যে ব্যবহারের জন্য রীতিমত বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউকোমেনের একটী আদর্শ বাষ্পীয় যন্ত্র সংরক্ষিত ছিল, তাহাই সংস্কার বা মেরামত করিয়া ওয়াটের শিল্প বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয়। ওয়াটের নির্ম্মিত বাষ্পীয় যন্ত্র নিউকোমেনের অনুকৃতি মাত্র। ক্রমে ষ্টিফেন্সন প্রভৃতি পদার্থবিদ্ সকলে ইহার উৎকর্ষসাধন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু বাষ্পীয় যন্ত্রের ইতিহাসে একজন প্রধান ব্যক্তির নামোল্লেখ নাই। ব্রিটনে একটী স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে খোদিত আছে— "Inventor of the Locomotive." "বাষ্পীয় যানের সৃষ্টিকর্ত্তা।" কিন্তু এ ব্যক্তি যে কে তাহা প্রকাশিত নাই। ষ্টিফেন্সনের জীবদ্দশায় এই স্মৃতিস্তম্ভ তাঁহাকে উৎসর্গীকৃত হয় নাই। সম্প্রতি আমেরিকার একখানি পত্রে প্রকটিত হইয়াছে যে, আমেরিকার মেরিলাণ্ড-ষ্টেট বাসী একজন পদার্থবিদেরই এই স্মৃতিস্তম্ভ। এ ব্যক্তি ষ্টিফেন্সন ও ওয়াটের বহুদিন পূর্ব্বে বাষ্পীয়যন্ত্রের নান প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছি ইহাঁর নাম (Oliver Evan ভার ইভান্স। ১৭৮৭ নির্ম্মিত কল প্রচলি উন্নতমনা পুরু ছিলেন দেশ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত বিশেষ

বীর কুত্রাপিও ৫ ক্রোশের অধিক রেলপথ ছিল না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিলেডেলফিয়ায় বাষ্পীয় তরী ভাসাইয়াছিলেন। ইভান্সের আদর্শ যন্ত্র ও শিল্প রসায়ন কল সকল কয়েকজন ব্রিটনের শিল্পীর দ্বারা অপহৃত হয়। সুতরাং এ ব্যক্তির নাম তত্রত্য বাষ্পীয় যন্ত্রের ইতিহাসে উল্লেখ নাই। তথাপি বোধ হয় শিল্পীরা কৃতজ্ঞতা দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া উল্লিখিত স্মৃতিস্তম্ভ তাঁহার উদ্দেশে নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে। ইভান্সের বিংশতি বৎসর পরে ষ্টিফেন্সনের "Rocket" রকেট তরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। রেলওয়ে প্রস্তুত করিয়া স্বীয় বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা শকট পরিচালিত করিতে ইভান্সের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, এই জন্য নিউইয়র্ক হইতে ফিলেডেলফিয়া পর্য্যন্ত ৫০ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণে তিনি নিতান্ত প্রয়াসী হন। এতদর্থে প্রতি মাইলের জন্য তিনি ৫০০ শত ডলার বা ১২০০ শত টাকা প্রদান করিতে উদ্যত ছিলেন। তিনি প্রতি ঘণ্টায় ১৫ পনের মাইল পথ চালাইবার সঙ্কল্প করেন। এতদিন তাঁহার কীর্ত্তি প্রচ্ছন্নভাবে জগতে বিরাজ করিতেছিল, অধুনা আমেরিকাবাসীরা তাহা প্রকাশ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার যত্ন সচেষ্ট হইয়াছেন। এ বৎসর তাহার শত সাম্বৎসরিক অব্দ। ইহা ঘোষণাপূর্ব্বক মহাসমারোহে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। কুজ্ঝটিকা দ্বারা প্রভাকর বা অগ্নি দ্বারা ভস্ম আচ্ছাদনের ন্যায় গুণীর গুণ চিরকাল অপ্রকাশিত থাকে না।

নূতন সংবাদ।

১। কুমারী জগন্নাথাম নাম্নী জনৈক মান্দ্রাজী মহিলা লণ্ডনের মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন; ইনি পূর্ব্বে মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ছিলেন।

২। মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজে দুই জন দেশীয় মহিলা একণে অধ্যয়ন করিতেছেন। মিস্ গুরুদয়াল সিং নাম্নী জনৈক দেশীয় মহিলা গত বৎসর এই কলেজ হইতে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন।

৩। ৭ই জুলাই রাজমহেন্দ্রীতে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের বয়স বিংশতি বৎসর, পাত্রীর ত্রয়োদশ; উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতীয়।

৪। কুমারী বার্জিনিয়া মিত্র প্রথম এম বি পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যমণ্ডলী তাঁহাকে ১০০ টাকা মূল্যের বিশেষ পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

৫। সোরাবজী নাম্নী পারসী বালিকা বিদ্যা বুদ্ধির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যা-

পরে পঠদ্দশায় তিনি প্রতি বৎসর বৃত্তি পাইয়াছেন এবং ইংরাজীতে সকলের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বি এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মিস সোরাবজী বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে একমাত্র বিএ উপাধিধারিণী মহিলা। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী; তাঁহারা ৭ ভগ্নী সকলেই সুশিক্ষিতা, এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাহার মাতা পুনা নগরে একটী হাইস্কুল স্থাপন করিয়াছেন।

৬। মিস আবরু নাম্নী কলিকাতার জনৈক ফিরিঙ্গী বালা কয়েক বৎসর মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন; তিনি এম্ বি ও সি এম্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ উচ্চ উপাধি মহিলাদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্ব প্রথম পাইলেন।

৭। মৃত জর্ম্মাণ সম্রাটের উইলক্রমে তাঁহার বিধবা পত্নী বিক্টোরিয়া ৬কোটী টাকা প্রাপ্ত হইবেন। তাহা হইতে তাঁহাকে রাজ্যের আর কোন ব্যয়ই দিতে হইবে না।

৮। এ বৎসর গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডের নানা স্থানে বড়ই বজ্রপাত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেক লোকজন ও প্রাণিহত্যা হইয়াছে।

৯। একটী টেনেসেরীয় বালিকার বড়ই আশ্চর্য্য প্রকারের প্রাণী বশ করিবার ক্ষমতার কথা শুনা যায়। এ বালিকা যে কোন ঘোটকে অনায়াসে চড়িতে পারে; দুরন্ত কুকুরকেও পোষ মানাইয়া তাহার উপর চড়িয়া ভ্রমণ করিতে পারে। আর বন্য পশু প্রভৃতিকেও যদি দূর হইতে ডাকে, তাহা হইলে তাহারা অমনি দৌড়িয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। ইন্দুর, ছুঁচা প্রভৃতিও তাহার ডাকে যেন উত্তর দেয়। ফলতঃ এ পর্য্যন্ত এরূপ সর্ব্ব প্রাণীকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে কেহ পারিয়াছিলেন কিনা, জানা নাই। বালিকা বলে, সে জীব জন্তুকে ভাল বাসে বলিয়াই তাহারা তাহার নিকট আসে।

১০। ১৪ই শ্রাবণ শনিবার বেলা ৪টার সময় পৃষ্ঠব্রণ রোগে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ভগবানচন্দ্র রুদ্রের অকালে মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতাস্থ কি ধনী দরিদ্র সকলেই ইহাঁর মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

বামা রচনা।

বিজলী।

নিবিড় বারিদ কোলে
রূপের তরঙ্গ তুলে,
দীপ্তিময় বপুখানি এঁকে বেঁকে ঘনপরে,
জগত চকিত কর কে তুমি মুহূর্ত্ত তরে?

বিকাশি অতুল বিভা,
কেন তুমি ক্ষণপ্রভা,
দেখা দিয়ে ক্ষণতরে অবনী ত্রাসিত ক'রে
আবার লুকাও দেখি, জলধর কলেবরে ?
জলন্ত অনলপ্রায়,
অনুপম দীপ্তিময়,
কে তুমি লো জ্যোতির্ম্ময়ি, জানিতে বাসনা হয়,
কোথা হতে এস তুমি কোথা পুন: হও লয় ?
এত সচঞ্চল চিতে
কি খেলিছ কার সাথে,
জগত করিয়ে ভীত ভয়াবহ মূর্ত্তি খানি
দেখাইছ বারে বারে কেন অয়ি সৌদামিনি ?
বরষায় জলধর
ভীমরবে নিরন্তর,
গর্জ্জিলে তুমিও দেখি আনন্দে মাতিয়া,
শ্যাম হৃদি পরে তার উঠলো নাচিয়া।
নবীন নীরদ গলে,
যেন থেকে থেকে দোলে
কনক কুসুমদাম মরি মনোহর,
কিবা অনুপম শোভা হৃদিমুগ্ধকর।

ভীষণ গভীরতর,
রোষে যবে জলধর
সান্ত্বনা করিতে তারে হাসিয়া হাসিয়া,
তাই কি উদয় হও তখনি আসিয়া ?
নিরখি তোমায় তার,
বুঝি সুখ অশ্রুধার,
দীর্ঘ অদর্শন পরে ঝরে ধীরে ধীরে,
বারি ধারা রূপে পড়ে অবনী মাঝরে।
অথবা ঝরে লো আঁখি,
ধরণীর দুঃখ দেখি,
খেল যবে দুই জনে প্রেমানন্দ মনে,
সে অশ্রু বাঁচাতে ধরা, পড়ে ধরাধামে।
গভীর নিবিড় ঘনে
উঠ যবে, সুরাঙ্গনে,
উভয় মিলন দৃশ্য সুগম্ভীর, অভিনব,
নিরখি উথলে হৃদে কতই গভীর ভাব।
শূন্যপথ বিহারিণি
কে তুমি লো সৌদামিনি,
বুঝিবে সে গূঢ়তত্ত্ব মানবে কেমনে,
সৃজেছেন কে তোমায় কোন্ প্রয়োজনে ?

শ্রীপ্রমীলা বসু।

যতনের অশ্রুবারি।

ত্যজিব গো এতদিনে সাধের সংসার,
যাব দূর দূরান্তরে,
লোকালয় পরিহ'রে,
ভুলেও মানব নাম করিব না আর,
পশিব বিজন বনে,
মিশিব তাদেরি সনে,

সম দুঃখী এ জীবনে বনচরগণ,
তথাপি মানব-সঙ্গ চাহেনা গো মন। ১
এদের সহানুভূতি জীবনে এবার,
ভালবাসা আত্মীয়তা,
স্নেহ প্রীতি সরলতা,—
হয়েছে যে আস্বাদন, কাজ নাই আর,

সুখের ভারতী সব,
স্বার্থের মোহন রব,
সে শুদ্ধক শুনিবার সাধ থাকে যার,
মরি যদি সেও ভাল, চাহিনা সংসার!!২
নির্দ্দয় জগৎ ছি! ছি! নির্ম্মম এমন,
বোঝেনা বোঝান কথা,
বোঝেনা মরম-ব্যথা,
কাঁদাইতে ভালবাসে, প্রবৃত্তি কেমন!!
বাসনা বিপীনে পশি,
ফেলিব এ অশ্রুরাশি,
দেখাব না—দেখিব না জগৎ-বদন
মানব বাতাস আর চাহে না জীবন! ৩
এ অনলকুণ্ড, কারে দেখাব না আর,
বিজনবাসিনী হব,
হৃদয় অনল ব'ব,
ঢালিব এ জালা রাশি, কানন মাঝার,
অন্তরের দুঃখ কিরে,
অপরে বুঝিতে পারে?
অথবা পারেও যদি কাজ নেই আর,
থাক্ সে সহানুভূতি, এবার আমার!!৪
বনের বিহঙ্গ কাছে হৃদয় বেদন,
বলিব খুলিয়া প্রাণ,
গাইব এ দুঃখ গান,
বিষাদ আস্বাদ তারা জানেনা কেমন?
নিশ্বাস আগুন হলে,
অনিল সুরভি ঢেলে,
বোঝেরে পরের ব্যথা—জুড়াবে পরাণ,
বিহঙ্গ কূজন ছলে, গাবে দুঃখ গান। ৫
কাঁদিব মনের সাধে তরঙ্গিণী তীরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে তার,
মিশাব এ অশ্রুধার,
মানবে বোঝেনা যাহা, বোঝাব তাহারে,
অমৃত গরলে ঘেরে,
এ সব সে জানেনারে,
শীতল তাহার কায়, শীতল অন্তর,
ছুটাইতে নাহি জানে অনল প্রখর। ৬
মরমের হা হুতাস, ঢালিব বিজনে,
যতনের অশ্রুবারি,
যাতেগো যাতনা বারি,
ফেলিব অযত্নে তাহা যেখানে সেখানে।
বচন বিষাদময়,
হাঁসি যে সুখের নয়,
কে বোঝেরে তাহা শুধু অভাব মরণ,
বেঁচে আছি এই লাভ, যাতনা জীবন।৭
মরিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি কখন,
রবনা মানব কাছে,
দেখাব না কি যে আছে,
দেখিবে বুঝিবে ব্যথা বনবাসীগণ,
হরিণী সরল প্রাণে,
মিশিবে অভাগী সনে,
জীবনের যত জালা খুলিয়া বলিব,
হৃদি প্রাণে বজ্রাঘাত তারে দেখাইব।৮
কাজ নাই লোক সঙ্গ, থাকিব কাননে,
দোষর বাসনা হলে,
ডাকিব শ্বাপদ দলে,
আত্মীয় আমার বহু মিলিবে সেখানে,
রাখে কিম্বা মারে তারা,
দুয়েতেই সুখে ভরা,
হয়ত বুঝিবে ব্যথা নয় প্রাণ নাশ,
তবুত ধমনী ছিঁড়ে বহিবে না শ্বাস? ৯
হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে দহিবে কি আর,
আরো কি গুমরি মরি,
কাঁদিব এমন করি,
অস্ফুট আগুন-গিরি হৃদয় আমার,
সোহাগের এ পরাণ,
হবে না কি অবসান,
আজীবন এ অনল, বুকে কি রাখিব?
মরণ যাতনা নিত্য, তবুরে বাঁচিব? ১০
শ্রীহরিমতি দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৪ সংখ্যা } ভাদ্র ১২৯৫—সেপ্টেম্বর ১৮৮৮। { ৪র্থ কল্প। ২য় ভাগ।

বন্দনা।

জয় বিশ্বপতি ভয় বিঘ্নহারী,
সব সিদ্ধিদাতা ভব শান্তিকারী,
হীন বঙ্গদেশে দীন দুঃখী বালা,
কত বর্ষ ধরি সহে শত জ্বালা,
কারাবন্দী মত হত-বুদ্ধি-বল,
জ্ঞান ধর্ম্মাভাবে পশু সমতল,
ক্ষীণ দৃষ্টিহীন মোহ অন্ধকারে,
প্রাণ জর জর পাপ দেশাচারে,
কৃপাচক্ষে হেরি কৃপাময় হরি,
দিলে মুক্তি সবে নিজ করে ধরি।
নব চেত লভি আজি নারী সবে,
নব বীর্য্যবলে মাতি জয় রবে,
জ্ঞান রত্নহার করে পরিধান,
পুণ্য সুধাপানে তোষে মন প্রাণ,
বিদ্যা গুণে নারী নর তুল্যাকার,
দানধর্ম্মে নারী দয়া অবতার,
বিশ্বহিতে নারী দেবকন্যা বেশে,
ঢালি প্রাণ মন ফিরে দেশে দেশে,
গাঁথে গ্রন্থমালা পর হিত তরে,
গায় ধর্ম্মগাথা সুমধুর স্বরে,
গৃহলক্ষ্মী সহ দেবী বীণা মেলি,
ঘর দেশে পুনঃ সুখে করে কেলী,
নর পার্শ্বে নারী পায় অধিকার,
বিভু-দত্ত বলে বিধি বিধাতার,
নারী ভাগ্য পুনঃ নর ভাগ্য তুল,
লভে স্বাধীনতা পুনঃ বামাকুল,
কিবা দৃশ্যপট বিশ্ব মনোহারী,
জয় বিশ্বপতি ভয় বিঘ্নহারী,
শুভ ইচ্ছা নাথ, হোক্ পূর্ণ তব,
যশোগীত তব গাই নিত্য সব।

বামাবোধিনীর পঞ্চবিংশ শুভ জন্মোৎসব।

১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে যে বামাবোধিনীর জন্ম হইয়াছিল, ঈশ্বরকৃপায় আজি ১২৯৫ সালের ভাদ্রে সেই বামাবোধিনী ২৫ বৎসর পূর্ণ করিয়া ২৬ বৎসরে পদার্পণ করিল। একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা দুর্ভাগিনী বঙ্গবালাদিগের হিতার্থ জন্মগ্রহণ করিয়া শতাব্দীর চতুর্থাংশ কাল জীবিত থাকিয়া আপনার অবলম্বিত ব্রত পালনে সমর্থ হইল, ইহাতে কেবল সিদ্ধিদাতা কৃপাময়েরই কৃপার পরিচয়। আজি বামাবোধিনী সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার ইচ্ছাস্রোতে পুনরায় জীবন ভাসাইতে প্রস্তুত হইতেছে, তিনি ইহাকে নিরাপদে রক্ষা করুন্ এবং ইহা দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করুন্।

আজি বামাবোধিনীর হিতৈষী বন্ধুগণ, ইহার অনুগ্রাহক গ্রাহক গ্রাহিকাগণ সকলে স্নেহচক্ষে ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন্। অনেক বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এই পত্রিকা জীবন ধারণে সমর্থ হইয়াছে, এক্ষণে নববলে নব উৎসাহে তাঁহাদিগের সেবা ও সন্তোষসাধনে সক্ষম হউক্।

আজি শুভ জন্মোৎসবের দিনে বামাবোধিনী একবার ইহার বিগত ২৫ বৎসরের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং যাঁহাদিগের প্রতি ইহাঁর বিশেষ কৃতজ্ঞতা দেয়, তাহা প্রদানে যথাসাধ্য সচেষ্ট হইতেছেন।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন এ দেশের স্ত্রীজাতির অবস্থা অতি হীন ছিল, তাঁহাদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয় সকল অঙ্গুলির অগ্রে গণনা করা যাইত, তাঁহাদিগের পাঠ্য পুস্তক সংখ্যা অতি অল্প ছিল, তাঁহাদিগের বিশেষ অভাব পূরণ জন্য একখানিও সাময়িক পত্রিকা বিদ্যমান ছিল না, তাঁহাদিগের উন্নতির জন্য একটীও নারীসভা স্থাপিত হয় নাই, কেবল কতকগুলি দেশহিতোৎসাহী কৃতবিদ্য পুরুষ 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা' বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতেন, সেই সময়ে এই বামাবোধিনীর সূচনা হয়। যশোহর নিবাসী আমাদিগের এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু* কলিকাতাস্থ রঘুনাথ চাটুর্য্যের লেন ১৬ নং বাসায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়তার জন্য একখানি সাময়িক পত্রিকার নিতান্ত প্রয়োজন, এই বলিয়া তিনি এই কার্য্যে আমাদিগের কয়েকজনকে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করেন। ইহাঁরই বিশেষ উদ্যোগে বাসার এক ক্ষুদ্র গৃহে আমাদিগের এক বন্ধু-সমিতি

* পরলোকগত বাবু বসন্তকুমার ঘোষ, অমৃত বাজার পত্রিকা সম্পাদকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

হয়, তাহাতে পত্রিকার নামকরণ লইয়া অনেক কথা হয়, অবশেষে আমাদিগের প্রিয় 'বামাবোধিনী' নামটী কোমল, সরস ও উদ্দেশ্যসাধক বলিয়া সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। এই সমিতিতে আরও স্থিরীকৃত হয়, যশোহরে গিয়া আমাদিগের বন্ধুবর এক ছাপাখানা খুলিয়া এই পত্রিকা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং আমরা লেখা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিব। কিছু দিন চলিয়া গেলে বন্ধুবর পীড়া এবং অন্যান্য কারণে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। কলিকাতায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া শুভ-কার্য্যের সূত্রপাতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন তাঁহারা অল্পবয়স্ক, তাঁহাদিগের অর্থবল, লোকবল কিছুই ছিল না, কিন্তু 'সাধু ইচ্ছার সহায় ঈশ্বর' এই মহাবাক্যে নির্ভর করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১ম সংখ্যা বামাবোধিনী এক ব্যক্তি দ্বারাই আদ্যন্ত লিখিত হয় এবং তাড়াতাড়ি মুদ্রিত করা হয়। কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট হলওয়েল্‌স লেন ৺মথুরানাথ তর্করত্নের প্রাকৃত যন্ত্রে বামাবোধিনীর জন্ম হয়। পত্রিকাখানি রয়াল ১ ফরমা, মূল্য ৴০ আনা মাত্র ছিল। সহস্র খণ্ড প্রথম মুদ্রিত হয়। আমাদিগের কোন বন্ধুর বিশেষ উৎসাহে অল্পকালমধ্যে তাহা বহুলস্থানে প্রচারিত হয়। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিব, ভুবন-মোহিনী বসু নাম্নী এক মহিলা সর্ব্বাগ্রে বামাবোধিনীর গ্রাহিকা হইয়া অগ্রিম বার্ষিক মূল্য প্রদান করেন ও ইহাকে উৎসাহ দান করেন। ১ম সংখ্যা পত্রিকা কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক স্থানে সমাদরে গৃহীত হওয়াতে আমরা ২য় সংখ্যক পত্রিকা বর্দ্ধিত আকারে উৎকৃষ্টতর কাগজে কোন উৎকৃষ্টতর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত করিতে স্থিরনিশ্চয় হইলাম। বহুবাজার ষ্টানহোপ যন্ত্রের কার্য্যাধ্যক্ষের সাহায্যে ইহা সেখানে মুদ্রিত হইল। এই সময় আমাদিগের প্রথমোদ্যোগী বন্ধু আনন্দের সহিত পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং স্বদেশীয় কোন যুবক দ্বারা উড কট তৈয়ার করিয়া মধ্যে মধ্যে ছবি প্রকাশের সুবিধা করিলেন। যখন ২য় সংখ্যক বামা-বোধিনী মুদ্রিত হইতেছিল, তখন তাহার একটী প্রুফ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি যেরূপ সহৃদয়তার সহিত ইহা পাঠ করিলেন এবং বহু প্রশংসাবাদের সহিত ইহা প্রচারে উৎসাহদান করিলেন, তাহা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। বামা-বোধিনী কয়েক মাস নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল এবং ক্রমে ইহার আদর ও গ্রাহক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। এই সময় যিনি ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কার্য্যোপলক্ষে

তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মফস্বলে যাইতে বাধ্য হইতে হইল। পত্রিকাখানির জীবন হয় ত এইখানেই শেষ হইত; কিন্তু ব্রাহ্ম আত্মীয় সভা নামে একটী সভা ছিল, তাহার সভ্যগণ ইহার ভার গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। সম্পাদক তাঁহাদিগের হস্তে ইহার ভারার্পণ করিয়া কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন এবং যথাসাধ্য লেখার সাহায্য করিতে লাগিলেন। উক্ত সভার দুইজন উৎসাহী সভ্য বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও বাবু বসন্তকুমার দত্ত পর্য্যায়ক্রমে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার লইয়া সুদীর্ঘ কাল সুচারুরূপে ইহার কার্য্যসম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইহার উন্নতি সাধন জন্য তাঁহারা অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও স্বতঃ পরতঃ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পত্রিকাখানির কলেবর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ইহার মূল্য /০ আনার স্থানে /১০ ও পরে ৵০ ও ৶০ আনা হইল এবং কার্য্যের সুবিধার জন্য ষ্টানহোপ যন্ত্র হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, তথা হইতে স্কুলবুক প্রভৃতি যন্ত্রে ও পরে বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের যন্ত্রে স্থানান্তরিত হইল। বামাবোধিনীর প্রতি এই সকল যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষগণ বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, বিশেষতঃ স্কুলবুক যন্ত্রের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার মহাশয় অনেক ত্যাগস্বীকার করিয়া এই পত্রিকা প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন।

বামাবোধিনীর গ্রাহক সচরাচর ৫—৬ শত থাকিলেও অনেকের নিকট মূল্য অনাদায় থাকিত, এ জন্য বামাবোধিনীকে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইত, এমন কি সময় সময় ইহা বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইত। কিন্তু মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে অভাবনীয় এক একটী উপায় কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া ইহার জীবন রক্ষা ও উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। যে দুইটী উৎসাহী বন্ধুর নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহাদিগেরই বিশেষ যত্নে রাজসাহীর করচমাড়িয়া নিবাসী কোন সহৃদয় বন্ধু বামাবোধিনীর জন্য অনেক পরিশ্রম করেন এবং তাঁহার ও তাঁহার পরিবারস্থ দুইটী রমণীর অর্থসাহায্যে বামাবোধিনীর পুরাতন কতকগুলি সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত হয়। পূর্ব্বোক্ত উৎসাহী বন্ধুদ্বয়ের যত্নেই হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড হইতে সাহায্য পাইয়া বামাবোধিনীর কতকগুলি প্রবন্ধ সংগ্রহ পূর্ব্বক নারীশিক্ষা নামে দুই খানি পুস্তক মুদ্রিত করা হয়। এই সাহায্য দান বিষয়ে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র ও পরম শ্রদ্ধাস্পদ বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই দুই মহাত্মা বামাবোধিনীর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে অতঃপর বামারচনাবলী নামক পুস্তকও মুদ্রিত করিয়া দেন। ইহা দ্বারা বামাবোধিনীর অনেক অভাব

মোচন হইয়াছে। বন্ধুবর বাবু বসন্তকুমার দত্ত ১২৭৬ সালে কার্য্যোপলক্ষে যখন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাঁকীপুর গমন করেন, তখন বামাবোধিনীর প্রথম সম্পাদক কলিকাতায় থাকাতে পুনরায় তাঁহারই হস্তে ইহার সমুদয় ভার অর্পণ করেন, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত তিনি পত্রিকা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মধ্যে কয়েক বৎসর এই পত্রিকা ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত বামা কুলোন্নতি বিভাগ হইতে প্রচারিত হইত, কিন্তু তাহাতে ইহার উদ্দেশ্য বা সম্পাদন ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বামাবোধিনীর জন্য অনেক দিন হইতে একটী স্বতন্ত্র যন্ত্র করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইহার সম্পাদক কোন কোন অংশীদারের সহিত মিলিত হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস নামে এক যন্ত্র স্থাপন করেন। ৪।৫ বৎসর বামাবোধিনী তাহাতে মুদ্রিত হয়। কিন্তু সম্পাদকের পীড়া ও অন্যান্য কারণে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র অচল হওয়াতে বামাবোধিনীর অত্যন্ত দুরবস্থা হয় এবং বৎসরাধিক কাল ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে বদান্যা মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সময় বামাবোধিনীর সাহায্যার্থ ২০০ দুই শত টাকা দান করাতে ইহার কয়েক খণ্ড প্রচারিত হয়। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের যত্নে এই সাহায্য লাভ করা যায়। কিন্তু বামাবোধিনী তখন এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, যে মহারাণীর সাহায্যে জীবনের অল্প পরিচয় দিয়া আবার অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এক বৎসর কাল বামাবোধিনী লোক চক্ষুর অগোচর হইয়া রহিলেন এবং ইনি যে পুনর্জীবন লাভ করিবেন, সে বিষয়ে বন্ধুগণও নিরাশ হইলেন।

যে দয়াময়ের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বামাবোধিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যিনি অনেক সঙ্কট হইতে বার বার ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি ইহাকে পুনর্জীবন প্রদান করিলেন। ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে বামাবোধিনী পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল এবং এই কয়েক বৎসর ঈশ্বর কৃপায় ইহা এক প্রকার নির্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে। ইহা যে স্থায়ী হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে, এরূপ আশা হইয়াছে।

বামাবোধিনীর উদ্দেশ্য বঙ্গরমণীগণকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে বিভূষিত করা, এই জন্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাবই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, ২৫ বৎসর কালের মধ্যে যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটী তালিকা মুদ্রিত করি, কিন্তু তাহা নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে বলিয়া সে সঙ্কল্প হইতে আপাততঃ ক্ষান্ত হইতে হইল। জ্ঞান প্রচার বামাবোধিনীর প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও এই জ্ঞান

যাহাতে ধর্ম্মভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নারী জীবনের যথার্থ শোভা ও কল্যাণ সম্পাদন করে, বামাবোধিনীর ইহা প্রাণগত ইচ্ছা, এই জন্য প্রথম হইতে বরাবর পাঠক পাঠিকাগণের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন ও সংরক্ষণের জন্য বামাবোধিনী প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়া বা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করা বামাবোধিনীর লক্ষ্যের বহির্ভূত। আমরা উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্মবিষয়ক প্রস্তাব সকলের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। বামাবোধিনীর লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের লোক হইলেও তাঁহারা বামাবোধিনীর উদ্দেশ্যের অনুগত হইয়া প্রবন্ধসকল লিখিয়াছেন, হিন্দুসমাজের অন্যান্য শ্রেণীর অনেক লোকও ইহার লেখক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন ও আছেন।

আমরা এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত বামাবোধিনীর কতকগুলি প্রধান লেখকের নামোল্লেখ করিতেছি :—

*বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম এ, পূর্ণচন্দ্র বসু, কালীকৃষ্ণ মিত্র, রাধানাথ বশাখ, বি এ, নবীনচন্দ্র দত্ত, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমনাথ মিত্র, গণেশচন্দ্র রক্ষিত, গোবিন্দচন্দ্র বসু, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত, কালীময় ঘটক, গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়, * বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গিরিশচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, বাবু প্রসন্নকুমার বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রনাথ বসু, জয়কৃষ্ণ মিত্র, শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী, শ্যামাসুন্দরী দেবী, স্বর্ণপ্রভা বসু, কাদম্বিনী বসু (এক্ষণে গাঙ্গুলী) ও কামিনী সেন এবং সম্পাদকগণ।

বামাবোধিনীর বামারচনা স্তম্ভে অনেক স্ত্রীলোকের লেখা বাহির হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :—

শ্রীমতী *রমাসুন্দরী ঘোষ, লক্ষ্মীমণি দেবী, স্বর্ণলতা ঘোষ, সৌদামিনী খাস্তগিরি, (এক্ষণে Mrs. B. L. Gupta.), সারদাসুন্দরী রায়, নীরদমোহিনী মিত্র, জয়কালী গুপ্ত, হরিমতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমতি মজুমদার, বসন্তকুমারী, কুমুদিনী ঘোষ, প্রিয়প্রসন্ন*রচয়িত্রী।

বিদেশীয় রমণীগণের মধ্যে কুমারী মেরী কার্পেন্টার, কুমারী কলেট, কুমারী ম্যানিঙ, বিবী নাইট এবং আরও কয়েকটী ইংরাজ রমণী বামাবোধিনীর প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ও সহায়তার জন্য ইহার বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ইহাঁদিগের অধিকাংশ স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের

* এই চিহ্ন চিহ্নিত মহোদয়েরা পরলোকগত।

ইংলণ্ড গমন ও তাঁহার উৎসাহ হেতু বামাবোধিনীর প্রতি অনুরাগিণী হন।

বামাবোধিনীর ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দেবের যত্ন ও উৎসাহের জন্য বামাবোধিনী তাঁহার প্রতিও কৃতজ্ঞ আছেন।

বামাবোধিনী বিগত ২৫ বৎসরে কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বিচার করিবার অধিকারী আমরা নহি। বিশেষতঃ বামাবোধিনী বিশেষ আড়ম্বর প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন কার্য্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছু, নম্র ও ধীরভাবে আপনার অবলম্বিত ব্রত পালনার্থ আপনার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইহা দ্বারা যদি কোন মহৎ কার্য্যের সহকারিতা হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহারই গৌরব, বামাবোধিনীর ক্ষুদ্র শক্তির ও ক্ষুদ্র চেষ্টার কোন গৌরব নাই। বামাবোধিনী প্রধানতঃ অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। অন্তঃপুর পরীক্ষা ও তাহার পুরস্কার প্রণালী ইনি অতি প্রথমেই প্রবর্ত্তন করেন, প্রবন্ধ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন এবং অন্যান্য উপায়ে পাঠিকাগণের শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। যদি ইহা দ্বারা অন্ততঃ কয়েকটী রমণীরও শিক্ষা বিষয়ে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ জন্মিয়া থাকে, তাহাহইলেও ইহার জন্ম গ্রহণ নিষ্ফল হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কতকগুলি পুস্তক প্রচার জন্য বামাবোধিনীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ পর্য্যন্ত বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে:—

নারীশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ, বামারচনাবলী, কারা কুসুমিকা, বেনিয়া বালিকা, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা কি? এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব ও কৃষক বালিকা।

বামাবোধিনীতে যে সকল লেখা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া ১৫। ২০ খানি উপাদেয় পুস্তক প্রচারিত হইতে পারে। উপযুক্ত অবকাশ ও অর্থ অভাবে এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই, জগদীশ্বর যদি সুদিন দেন, আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিব।

বামাবোধিনী সম্বন্ধে এখন আর অধিক কথা আমরা কিছু বলিব না। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে ইহার অনেক ত্রুটি, অনেক অভাব লক্ষিত হইয়াছে এবং গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের প্রতি ইহার অনেক অপরাধও হইয়াছে, তাঁহারা কৃপাচক্ষে সে সকল মার্জ্জনা করিবেন। বামাবোধিনীর কার্য্যক্ষেত্র অতি প্রশস্ত এবং কর্ত্তব্য ভার অতি গুরুতর, কিন্তু ইহার শক্তি সামর্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহা যেন ঈশ্বরের বিশ্বাসী কন্যা হইয়া সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির উপরে নির্ভর পূর্ব্বক সবল হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে এবং আপনাদিগের সকলের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়া ইহার জীবনে বিধাতার অভিপ্রায় সুসম্পন্ন করিতে পারে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। আমরা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম লণ্ডন জাতীয় ভারত সভার অবৈতনিক সম্পাদিকা কুমারী ই, এ, ম্যানিঙ শীঘ্র ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। ইনি এদেশের নারীগণের পরম হিতৈষিণী।

২। ভারতবর্ষেও পায়রা দ্বারা ডাকের চিঠি প্রেরণের চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালোর হইতে মান্দ্রাজে এতদ্দেশীয় কোন ভদ্রলোকের পাঁচটি পায়রা পত্র সহ পাঠান হইয়াছিল; পায়রাগুলি নয় ঘণ্টায় মান্দ্রাজে পৌঁছে। ইহার দুই দিন পূর্ব্বে পায়রাগুলি ২০৪ মাইল পথ উড়িয়াছিল।

৩। এডিসন নামক এক সাহেব একরকম ঘড়ি আবিষ্কার করিয়াছেন, এ ঘড়িতে কথা কয়। অন্যান্য ঘড়িতে একটা দুইটা প্রভৃতি বাজে, এ ঘড়িতে না বাজিয়া কথা কহিয়া বলে, "একটা বাজিল, দুইটা বাজিল, ইত্যাদি।" খাওয়ার সময় হইয়াছে, ঘড়ি বলিল "খাওয়ার সময় হইয়াছে।" এডিসন সাহেব ঘড়িটাকে আরও ভাল করিবেন। ঘড়ির যে স্থান দিয়া আওয়াজ বাহির হয়, সেখানে একটী স্ত্রীলোকের মুখ বসাইয়া দিবেন। ঘণ্টা বাজিবার সময় হইলে মুখের অভ্যন্তরস্থ জিভ নাড়িয়া কথা কহিবে, অবনতমস্তক হইয়া প্রণাম করিবে, ও বলিবে, "এখন শয়নের সময় হইয়াছে" ইত্যাদি।

৪। এক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে প্রায় ৫ কোটী চিঠি ডাকে বিলি হইয়া থাকে।

৫। সংস্কৃত প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য পুনা নগরীতে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে উক্ত সভার চেষ্টায় প্রায় ১৮০০ খানি পুঁথি সংগ্রহ হইয়াছে।

৬। বিলাতে সম্প্রতি লেডিজ ডোয়েলিং কোম্পানী নামে একটী কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। পতিপুত্রহীনা দরিদ্র মহিলাগণ যাহাতে অল্প ব্যয়ে অথচ স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াই ঐ কোম্পানীর উদ্দেশ্য।

৭। ফরাসী রাজ্যের লায়ন্স নগরে ১৩টী ছাপাখানা আছে। তন্মধ্যে ৮টী ছাপাখানা সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীলোকদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। তথাকার কম্পোজিটার প্রেসম্যান সকলেই স্ত্রীলোক।

৮। কুমারী মেরী লুসিয়া ওয়ারলি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষায় প্রাচীন ভাষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার

পাইয়াছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর মাত্র।

৯। আয়র্লণ্ডের যে সমুদয় লোক নূতন ভূমি সম্বন্ধীয় আইন দ্বারা বিপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যার্থ তত্রত্য রমণীগণ সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা অলিম্পিয়া নামক স্থানে একটি মেলা বসাইবেন; এই মেলায় স্ত্রীলোকেরাই জিনিষ বিক্রয় করিবেন। গ্লাডষ্টোন সাহেবের পত্নী এক বিপণিতে বসিয়া বিক্রয় করিবেন; তিনি কৃষক পত্নীর বেশে আসিবেন। এই মেলা চারি দিন স্থায়ী হইবে, মেলার আয় দ্বারা বিপন্ন আইরিসদিগকে সহায্য করা হইবে।

১০। জর্ম্মণির নূতন সম্রাট্ উইলিয়মের সহিত তাঁহার মাতা সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সম্রাজ্ঞী নাকি এক রকম কয়েদ অবস্থায় আছেন। বিরোধের কারণ এই যে জর্ম্মাণ সম্রাটের মৃত্যুতে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া কতকগুলি দলিল দস্তাবেজ হস্তগত করিয়া তাঁহার মাতা ইংলণ্ডেশ্বরীর হস্তে সমর্পণ করেন।

১১। পৃথিবীতে যত শুষ্ক ভূমি আছে, তাহার পরিমাণ প্রায় ৫,৫০,০০,০০০ বর্গ মাইল এবং পৃথিবীস্থ জলভাগের পরিমাণ প্রায় ১৩,৭১,০০,০০০ বর্গ মাইল। সমুদ্র সমতলের উপরিস্থ ভূভাগের পরিমাণ প্রায় ২,৩৪,৫০,০০০ ঘন মাইল এবং সমুদ্র জলের পরিমাণ প্রায় ৩২,৩৪,০০,০০০ ঘন মাইল। ভূভাগের উচ্চতা গড়ে প্রায় ২,২৫০ ফিট এবং সমুদ্রের গভীরতা প্রায় ১২,৪৮০ ফিট।

১২। ভারতবর্ষের যে সকল স্ত্রীলোক আপন আপন জীবিকার জন্য পরিশ্রম করে, তাহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। চাষী ১,৮৮,৬৩,৭২৬; মজুর ৫২,৪৪,২০১; সুতাকাটে ২৮,৭৭,-৮৭৬,; শাক সবজী ও মাংস বিক্রেতা ২২,৬৮,৭৬৮; সেলাই করে ৭,৩৩,০৮৩; চাকরাণী ৬,৫১,৯৬৬; পাথর ভাঙ্গে ৩৫৪৭২১; বাঁশের কাজ করে ২,৭৭,-৩৭৫; কুমার ২৪৯,৮৩৯ এবং অন্যান্য কর্ম্ম যাহারা করে তাহাদের সংখ্যা ২,৭৩,১৬৯ জন।

১৩। এক মগ যুবতী অস্ত্রবলে ডাকাইতের আক্রমন হইতে আপন পিতাকে রক্ষা করিয়াছে।

১৪। ইংলণ্ডের রমণীরা মহারাণীকে জুবিলী উৎসব উপলক্ষে উপঢৌকন দিবার জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় ৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়া গিয়াছে। এই টাকা গুলি একটী হাঁসপাতালে দেওয়া হইবে।

১৫। নাগপুরে অতি ধুমধামের সহিত এক স্ত্রী-হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে।

১৬। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ভারতীয় ভৃত্যদিগের সেবা শুশ্রূষায় অসীম আনন্দলাভ করিতেছেন।

কিন্তু বৃটিষ নকরেরা তাহাদিগের উপর ভয়ানক চটা। মহারাণী আরও দুই একটী ভারতীয় দাস চান। কিন্তু বৃটিষ ভৃত্যেরা পুরাতনদিগকেই স্বদেশে পাঠাইয়া দিবার যোগাড়ে আছে।

১৭। লেডী ডফারিণ ভারত পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কলিকাতায় মেয়ে হাঁসপাতালের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবেন। হাবড়া পোল ও সিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেসন মধ্যে যে নূতন রাস্তা হইবে, এই হাঁসপাতাল তাহারই ধারে হইবার কথা।

১৮। মহারাজ হোলকারের ভ্রাতা রাজা বাবা সাহেব তাঁহার রাণীকে প্রহার করায় হায়দ্রাবাদ আদালতে তাঁহার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড ও ৩ মাস মেয়াদ হয়; আপিলে মেয়াদ রহিত হইয়াছে।

১৯। বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার যে সন্তোষ জনক উন্নতি হইতেছে ইহা নিম্ন লিখিত বিবরণে হৃদয়ঙ্গম হয়—১৮৮১-৮২ সালে ২৬৭৪টী স্ত্রীবিদ্যালয় ছিল, কিন্তু ১৮৮৬-৮৭ সালে ১৭,২৩২টী স্ত্রীবিদ্যালয় হইয়াছে; ১৮৮১-৮২ সালে ছাত্রী সংখ্যা ৪৫,২৭৯ ছিল, ১৮৮৮-৮৭ সালে ছাত্রীর সংখ্যা ১,৪৯,৯২২ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শেষ কয়েক বৎসর মধ্যেই স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ উপাধি পাইয়াছেন।

২০। ভারতেশ্বরীর এক জন পঞ্জাবী ভৃত্য তাহার মাতার পীড়া হওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য ৬ মাসের ছুটি লইয়া ভারতবর্ষে আইসে। এখানে আসিয়া ভারতেশ্বরীর স্বহস্তলিখিত একখানি পত্রিকা প্রাপ্ত হয়; ঐ পত্রে মহারাণী সদয়ভাবে তাহার মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতির কামনা প্রকাশ করিয়াছেন।

২১। ভারতবর্ষে যত স্ত্রী ডাক্তারের আবশ্যক আছে, তত মিলে না; কোটার মহারাজ এই অভাব মোচনার্থ ন্যাসানাল এসোসিয়েসনের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

২২। লেডী ডফারিন আগামী নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে লেডী এচিসন হাঁসপাতাল খুলিবার জন্য লাহোরে গমন করিবেন। ডিসেম্বরের প্রথমেই তাঁহার কলিকাতায় আসিবার সম্ভাবনা। এ দেশীয় রমণীগণ তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হউন।

মহা আহ্বান!

এস! এস! এস! ভয় ভুলিয়া ভাবনা ভুলিয়া শোক ভুলিয়া রোগ ভুলিয়া—জগতের সব ই ভুলিয়া এস এস এস। আমি আগে যাইতেছি, তুমি আমার হাত ধরিয়া এস। আমি কত লোককে লইয়া গিয়া থাকি, ভয় কি

তোমার ? এ পথে দস্যু ভয় নাই, এ রেলওয়েতে টিকিট ভয় নাই, এ ষ্টীমারে সমুদ্র ভয় নাই, তুমি বুকে বল করিয়া এস।

এস! এস! এস! ধনী হও দীন হও, পণ্ডিত হও, মূর্খ হও, পুরুষ হও স্ত্রী হও, সাদা হও কালো হও, ছেলে হও বুড়ো হও—যাহাই কেন হওনা সচ্ছন্দে এস! আমার পথে সব ই সমান, লজ্জিত হইতে হইবে না, দুঃখিত হইতে হইবে না, অহঙ্কৃত হইতে হইবে না; এক বন্দোবস্ত,—এক গতি! সচ্ছন্দে এস তুমি।

এস! এস! এস! অমন করিয়া বুক ভাসাইতেছ কেন?—"এদের কোথায় ফেলে যাই! আমি অভাবে এদের কি দশা হবে?" ও কথা ভাবিবার তুমি কে? তুমি ভালবাসা পেলে কোথায়? শিখাইলে কে? "ওদের" ই বা জগতে কে পাঠাইল? ভিতরের খবরটা একটু বলি, উপরে যিনি আছেন তিনিই তোমার "ওদের" ভাবনা অনেক দিন আগে ভাবিয়া রাখিয়াছেন; তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া এস। এস! এস! এস! অত বড় করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছ কেন? রাশি রাশি ধন, এত কষ্টে আহরণ করিলে ভোগ করিতে পারিলে না, সেই দুঃখে নাকি? —ছিছি অবোধ মানুষ কি খেলানার জন্যে যে দুঃখ করিতেছ বুঝিতেছ না? যত উপরে উঠিবে তত তোমার ভুল ভাঙিবে, তখন এই সব মনে করিয়া কত হাসিবে, কত কাঁদিবে! তবে এস।

এস! এস! এস! আহা!—অমন মলিন মুখ কেন তোমার? সব "আপনার জন" "আপনার জিনিষ" ফেলিয়া কিসের জন্যে কাহার কাছে যাইবে? সেখানে কে তোমার মুখ পানে চাহিবে? কে "আপনার" বলিয়া তোমায় ডাকিবে —এই দুঃখে অমন করিতেছ?—পাগল মানুষ! অন্ধ তুমি, হীন তুমি, আপনার জন তো কখন দেখ নাই, দেখিয়াও বুঝিতে পার নাই, তাই কৃত্রিম "আপনার জনে" এত মুগ্ধ হইয়াছ। একটী বার দেখিলে আর ফিরিতে চাহিবেনা, কাচকে আর মণি বলিবে না! মন স্থির করিয়া এস দেখি!

এস! এস! এস! তোমার মুখ শুখাইতেছে কেন? "কত পাপ করেছি" —কেন করিলে? কিসের জন্যে পাপে মতি দিলে? সৎপথে থাকিলে তোমার যদি একটু ক্ষতি হইত—ধন মান প্রভুত্ব যদি একটু অল্প করিয়া দেখা দিত, তবুত আজি এত বুক কাঁপিত না!—ডাক দেখি তোমার প্রাণের ধনে, সাধের মানে, আদরের প্রভুত্বে, যতনের জিনিস যারা আজ তাদের একবার ডাক দেখি! —কাহারও দেখা পাইবে না, কেউ তারা তোমার হইল না!—নির্ব্বোধ মানুষ! দুদিনের জিনিষের লোভে চির দিনের রত্ন খোয়াইয়াছ! তোমার কি ছিল না? —ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলির উপযুক্ত ব্যবহার

কর নাই তাই মলিন হইয়া পড়িয়াছে! আপন হাতে আপনার ধন কি এমনি করিয়া নষ্ট করিতে হয়! চির দিনের সম্বল কেউ কি বিসর্জ্জন দেয়!—আর তো সময় নাই, এখন আমার পিছনে পিছনে এস!

এস! এস! এস! অমন বিহ্বল হইয়া পড়িতেছ কেন? কি আক্ষেপ বুকে জাগিতেছে?—"কিছু করি নাই!" কেন? এ জগৎ কার্য্যক্ষেত্র, তুমি জগ-তের শ্রেষ্ঠ জীব; সকল কার্য্যের উপ-যোগী করিয়াই তোমায় পাঠান হইয়া-ছিল,তুমি তবে কিছু করিলে না কেন? কি করিয়া নীরব নিস্পন্দ হইয়াছিলে বল দেখি?—এ জগৎ যে তোমার চির দিনের "জিনিষ" নয়, এ মনুষ্য দেহ যে তোমার চির কালের তরে নয়,ইহা তো আমি তোমায় নিত্যই বুঝিতে দিয়াছি, কেন তাহা বুঝিলে না?—তুমি কত সামান্য কাজে শরীর ক্ষয় করিয়াছ, জগ-তের জন্যে কিছুই করিলে না? সব খাটুনি নিজের জন্যে? "আমি"র সমুদ্রে পড়িয়া হাবু ডুবু হইয়াছিলে!—তোমার কি আজিকার কথা একেবারে মনে হইত না "যেদিন আমার ডাক পড়িবে, সেদিন আমি কি হিসাব দেখা-ইব?" এ চিন্তা কি একবারে মনে উদয় হয় নাই! ধন্য তুমি, এ মাটীর জগতে কি নেশা আছে, জানিনা কি ঘুম ঘুমাইয়া মানুষ আপনার যথার্থ "অবশ্য কর্ত্তব্য" ভুলিয়া ছাই টুকু "অবশ্য কর্ত্তব্য" ভস্ম টুকু "অবশ্য কর্ত্তব্য" বলিয়া সোণার জীবন মাটী করিয়া ফেলে!—দেখ দেখি, পার্থিব জীবনটা যদি সৎ-কার্য্যে ব্যয় করিতে, তবে আজ কত সুখে যাইতে পারিতে! আত্মপ্রসাদ বুক পুরিয়া থাকিত!—আজ এত কাঁদিতেছ, দশদিন আগে কি একবার মনে হয় নাই?—যা হবার তা তো হইয়া গেল, আমার "ট্রেণ" তো "মিস্" হইতে পারে না, চোখের জল মুছিয়া ফেল; এস।

এস! এস! এস! তুমি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বর্ত্তমানে এই কষ্ট পাইতেছ, লোকে আমারই কলঙ্ক করি-তেছে! বলিতেছে—তোমার এ অস্বা-ভাবিক ভাব দেখিয়া ভাবিতেছে "মৃত্যু কি ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক!"—আহা অবোধ মানুষ বোঝেনা! আমার হৃদয়ে পর নাই আপন নাই অধম নাই উত্তম নাই ছোট নাই বড় নাই—আমি সকলের জন্যই বসিয়া আছি। সময় হইলে সকলকেই বুকে করিয়া সেই প্রেমময়ের শান্তিধামে লইয়া যাইতেছি।—মানুষে বোঝেনা তাই আমার নাম করিয়াই "বালাই বলিয়া ঢাকিয়া দেয়! আমা ছাড়া যে ও পারে যাইবার উপায় নাই, আমার পথ যে সর্ব্বসাধারণের জন্যে,ইহা তারা বুঝিতেই পারেনা! তোমাকে লইয়া যাইতেছি বলিয়া যাহারা ঐ মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছে, উহারা বুঝি ভাবি-

তেছে এ পথের পথিক হইতে হইবেনা।—কে জানে রাতি দিন দেখিয়া আবার ভুলিয়া যায় কি করিয়া!—আহা মানুষ বড় কৃপাপাত্র! যত উপরে উঠিবে ততই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে; জগতের বন্ধন ছিঁড়িয়া এস তবে!

এস! এস! এস! পণ্ডিত হও মূর্খ হও, মহৎ হও ক্ষুদ্র হও, দেবতা হও পশু হও—যাহাই হও তুমি, নিরুদ্বেগে এস, আমার হাত ধরিয়া এস। এ জগৎ পরীক্ষা ক্ষেত্র, উন্নতির শৈশব-দোলা। তাই এ জগৎ দুঃখময়। যাহাকে মানব সুখ বলে, তাহা প্রকৃত সুখ নয়, সুখের ছায়া মাত্র। মরুভূমে মরীচিকা যেমন পথিককে ভুলায় জগতের সুখও সেই রকম করিয়া মানুষকে ভুলায়। মানবের মন দেবাসুরের রণক্ষেত্র। তাহার ভিতর ধর্ম্মনীতি রূপ দেবতা ও পাশববৃত্তি রূপ অসুর রণসাজে সাজিয়া আছে—যিনি মানুষ, মানুষের শ্রেষ্ঠ, তিনিই দেবতার পক্ষ হইয়া এই অসুরদিগকে বিনাশ করেন—জীবন সংগ্রামে তাঁহারই জয় হয়। তুমি যদি এ যুদ্ধে হারিয়া থাক ভয় পাইওনা—কাহার কাছে যাইতেছ, কোন্ দেব তোমায় ডাকিতেছেন বুঝিতেছ না?—তোমার মত লোককে মুক্ত করেন বলিয়াই তো তিনি পতিতপাবন অধমতারণ!—এ জগৎ উন্নতির শৈশব দোলা মাত্র! তবে তুমি এস! আমার হাত ধরিয়া এস! অমৃতময়ের নাম স্মরণ করিয়া এস, এস! এস! এস!

প্রাচীন সভ্যতা ও আচার ব্যবহারাদি।

(প্রথম প্রস্তাব)

শ্রুতি শাস্ত্র আলোচনায় প্রতীতি জন্মে, অতি প্রাচীন সময়ে মানবের পরমায়ু উর্দ্ধসংখ্যা ১০০ একশত বৎসর ছিল। বেদের সময় লোকে শতবর্ষজীবী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিত। বেদের নানা স্থলে ইহার প্রমাণ লক্ষিত হয় (৫ম ও ৬ষ্ঠ মণ্ডল)।

বৈদিক কালের লোকেরা মৃৎপাত্র ব্যতীত ধাতু কলস ব্যবহার করিতেন। কেহ কেহ বলেন, স্বর্ণ কলস, অপর কেহ বা কহেন, লৌহময় কলস তখন সাংসারিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইত (৫। ৩০)। মৃণ্ময় পাত্র ভিন্ন তখন কোন না কোন ধাতু পাত্র যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মুদ্রাপ্রচলিত থাকার বিষয়ও শ্রুতিগোচর হয়। ধাতু দ্রব্য দ্রবীভূত করিবার বিধির নিদর্শন যখন রহিয়াছে, তখন কেনই বা মুদ্রার প্রচলন না হইবে, সহজেই মনে হইতে পারে। (৬।২,

৫।২১, ৩৩)। আরও দেখুন, গলদেশে নিষ্ক (স্বর্ণ) পরিধানের প্রসঙ্গ বেদ-মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে (৫।১৯)।

কর্ম্মকারের ভস্ত্র (জাঁতা) তৎকালে সমাজে ব্যবহৃত হইত। শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সূত্রপাত এই সকল উপকরণে সংসূচিত হইয়াছে। যে সময়ে সভ্যতার আরম্ভ হইয়া অনেকদূর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল, এই সকল দেখিলে স্বীকার করিতে হয় (৯।৫)।

জলাদি তরল বস্তু রক্ষার্থ চর্ম্মনির্ম্মিত আধারের ব্যবহার তখনকার লোক-গণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথমেই বলা গিয়াছে, সমাজে ধাতু পাত্র—প্রচলনের উদ্যোগ হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা সুন্দররূপ প্রতীত হইতেছে, সর্ব্বস্থলে ধাতব পাত্র সুলভ ছিল না (৬।৪৮)।

স্থলবিশেষে লৌহময় অস্ত্র শস্ত্র প্রচুররূপে সমাজস্থ জনগণ ব্যবহার করিতেন (৫।৬ ম)।

বৃষ মহিষাদির মাংসাহার তৎকালে নিষিদ্ধ থাকা দূরে থাকুক, বিলক্ষণ ব্যবহারোপযুক্তই ছিল। যজ্ঞকার্য্যে গোমেষ-মহিষাদি পশুবলি দিবার বিধান ছিল, দেখা যাইতেছে (৫।৬)।

সংগ্রাম ক্ষেত্রে অশ্ব প্রেরিত হইত। যুদ্ধার্থ রথ, প্রায়ই গো-চর্ম্মে আচ্ছাদিত ও সুশোভিত হইত, ইহার চিহ্ন বেদে পরিলক্ষিত হয় (৬ ম)।

অনার্য্যবৃন্দের সহিত সমর সজ্জার বর্ণনা অনেক স্থানে কীর্ত্তিত আছে (১২। ২য়) যুদ্ধাশ্বের স্বর্ণ সজ্জায় মণ্ডিত হইবার উল্লেখ বেদে দৃষ্ট হইতেছে (৪ ম)। রাজারা সচিব-পরিবৃত থাকিয়া গজোপরি আরূঢ় হইয়া রণক্ষেত্রে ধাবমান হইতেন (৪ ম)। পাষাণ-বিনির্ম্মিত পুরীর প্রসঙ্গ পাঠ করিবার কালে মনো-মধ্যে কি যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও উৎসাহের উদয় হয় বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ, তনুত্রাণ প্রভৃতি সমর শাস্ত্র দ্বারা প্রাচীনেরা রণকৌশল প্রদর্শন করিতেন (২ ম)। বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইতেছি, কেমন করিয়া সেই সুপ্রাচীন কালে ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল (২ ম)।

দস্যুর উল্লেখ দেখিলে সহজেই মনে হয়, আর্য্যগণ তাহাদের সহিত সতত যুদ্ধামোদে আমোদিত হইতেন (১ম)।

শিল্পীরা রথাদি প্রস্তুত করিত, এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া প্রাচীন আর্য্যজাতিকে আর কেহ অসভ্য বলিতে কি সাহস করিতে পারেন? (৪ ম)। শকট সকল নানারূপ উত্তমোত্তম বহুমূল্য কাষ্ঠদ্বারা বিনির্ম্মিত হইত (৩ ম)।

কৃষিকর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ সবিশেষ বিবৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। (১ম) সংক্ষেপে কিছু কিছু বলা যাইতেছে। ধান্যবীজ, কৃষির বিবরণ অনেক স্থলেই অবলোকিত হয় (৪)। শস্য পরিমাণ করিবার কথাও বেদের কিয়দংশে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্তুবয়ন, বস্ত্রনির্ম্মাণ

ব্যাপারও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহামহোপাধ্যায় আর্য্যদিগের অবিদিত ছিল না (২ ম)।

ঋষি ও বণিক্‌দের সাগর যাত্রা প্রচুররূপে বেদশাস্ত্রে বর্ণিত আছে (৪।৫)। এখন সমুদ্রগমনে জাতি নাশ হয় এবং পুনরায় সমাজভুক্ত হইতে হইলে, অর্থহানি জন্মে; সে কালে তৎপরিবর্ত্তে অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য ও বিত্ত লাভ হইত। বশিষ্ঠ ঋষি সসজ্জ হইয়া সমুদ্র যাত্রা করেন, ইহা নিতান্ত বিখ্যাত ঘটনা। প্রথম ও পঞ্চম মণ্ডলে এরূপ রাশি রাশি ঘটনা বর্ণিত দেখা যায়।

বনবাসিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক জন যুবক মলিন মুখে নদীতীরে বসিয়া আছেন। তখন রাত্রি অনেক, জগৎ নীরব। আকাশে পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছে। পৃথিবী জ্যোৎস্না স্রোতে ভাসিতেছে, বাতাস গাছের পাতা কাঁপাইয়া ফুলের দেহ দোলাইয়া জ্যোৎস্নার তরঙ্গ তুলিতেছে। কলনাদিনী স্রোতস্বিনী চাঁদের ছায়া বুকে ধরিয়া সোহাগ করিতেছে। যুবকের চক্ষু এ শোভায় আকৃষ্ট হইতেছে না; তিনি একমনে চিন্তা করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন, মুখ বড় বিষণ্ণ।

যুবকের পশ্চাতের দিকে নিবিড় বন। সেই বনের মধ্য হইতে নব বিকশিত গোলাপ কুসুমবৎ এক সুন্দরী বাহির হইল। সে চারি দিকে সচকিত-নয়নে চাহিতেছিল, সহসা যুবককে দেখিয়া যেন তাহার মৃত দেহে জীবন ফিরিয়া আসিল।

রমণী ধীরে ধীরে যুবকের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, যুবক দেখিতে পাইলেন না; যুবকের সেই বিষাদ-কাতরতা রমণীর নিকট গোপন রহিল না; সেও বিষাদ-ব্যথিতা হইয়া তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িল। তখন যুবকের চক্ষু তাহার উপর পড়িল।

যুবক কি বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু সুন্দরী আগে তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিয়া ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "একি, এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন, কোন অসুখত হয় নাই?"

যুবক উত্তর না দিয়া স্থিরদৃষ্টে সেই ভালবাসা প্রতিমার চাঁদের মত মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। রমণী আবার বলিল, "কথা কহিতেছ না কেন, আমার উপর রাগ করিয়াছ কি?" যুবকের

বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি ফুটিল; সুন্দরীকে আপনার আরও নিকটে বসাইয়া সস্নেহে বলিলেন "তোমার উপর রাগ হয় কি শোভা, তুমি কি রোগের জিনিষ? একটা স্বপ্ন দেখিয়া মন কেমন চঞ্চল হইল তাই তোমায় না জাগাইয়া এই দিকে আসিলাম।"

শোভা সকাতরে জিজ্ঞাসা করিল "কি সপ্ন দেখিলে?" যুবক বলিতে লাগিলেন "স্বপ্নে দেখিলাম মা'কে। দেখিলাম খুব একটা পুকুর, তাতে রাশি রাশি পদ্ম ফুটিয়াছে, সেই পদ্মের উপরে মা যেন পদ্মাসনার মত বসিয়া আছেন; পদ্ম হেলিতেছে দুলিতেছে, মা'র পা দুখানিও দোলাইতেছে! আমি দেখিয়া পাগলের মত হইলাম, মা'র কোলে ছুটিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল—পাগলের মত সেই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। মা'কে ধরিবার জন্য যত ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, মা যেন পদ্মাসনে বসিয়া ততই সরিয়া যাইতে লাগিলেন; আমার কান্না আসিল। আমায় ব্যথিতের মত দেখিয়া করুণাময়ীর হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি মধুর স্বরে কহিলেন "যতীন বাপ আমার! কেন এ ক্লেশ করিতেছ, আজ আমার কোলে আসিতে পাইবে না!" আমি মর্ম্মাহত হইলাম, বলিলাম "মা! আজ পাঁচ বছরের পরে তোমার শ্রীচরণ দেখিলাম, আমি আজ তোমায় ছাড়িব না, পায়ে পড়িয়া থাকিব।" মা হাসিয়া বলিলেন "বাপ, আজ কিছুতেই আমায় ধরা পাইবে না, আমি শীঘ্র আসিয়া আবার তোমাকে কোলে লইব।" এই কথা বলিয়া তিনি কোথায় অন্তর্হিতা হইয়া গেলেন। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, জাগিয়া মা'র জন্যে প্রাণ কেমন করিতে লাগিল, তাই ঘর হইতে চলিয়া আসিলাম।"

শোভা যতীন্দ্রের স্বপ্নের কথা শুনিয়া মনে বড় দুঃখ পাইল, তাহার চক্ষে জল আসিল, যতীন্দ্র তাহা দেখিলেন, আদর করিয়া শোভার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। কতক্ষণ নীরবে নীরবে কাটিয়া গেল।

কতক্ষণের পরে যতীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কাঁদিলে কেন শোভা?" শোভা ধীরে ধীরে বলিল "দেখ, মার জন্যে আমারও প্রাণ কেমন করিতেছে, আমার তো মা ছিল না, মা'কে পাইয়া আমি গর্ভধারিণীর অভাব ভুলিয়া গিয়াছিলাম; তা আমি এমনি অভাগিনী যে তিনিও আমায় পরিত্যাগ করিলেন।" শোভার আবার চক্ষে জল আসিল।

যতীন্দ্র সস্নেহে শোভার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কাঁদ কেন শোভা, মাকে তুমি চিরদিনই সুখী করিয়াছ, তোমার সেবায় তোমার যত্নে মা পরম সুখী হইয়াছিলেন। সেই অন্তিম শয্যায় শুইয়া আমায় বলিয়া গিয়াছেন 'যতীন, বউ মা আমার লক্ষ্মী, বউ মা চির দিন আমায় সমভাবে সেবা করিয়াছেন,

আমার মেয়ে ছিল না বলিয়া দুঃখ করিতাম, কিন্তু বউ মা হইতে আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে।' মার সেই কথায় আমার বুকে যেন অমৃতের স্রোত বহিতেছিল।" এবার যতীন্দ্রের হাত ভিজিয়া গিয়াছিল, শোভার চক্ষের জলে যতীন্দ্রের বুকও ভাসিল। তখন যতীন্দ্র, শোভার সহৃদয় স্বামী শোভার চক্ষের জল স্বহস্তে মুছাইতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে শোভা বেগ সামলাইল। ধীরে ধীরে দুজনে আবার কথা আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে হাসি ও আদর উপস্থিত হইল। দুজনেই ভাবিতেছিল "এ মুখ খান দেখিলে কি আর মনে কষ্ট থাকে ?"

যতীন্দ্র! শোভা! এমন একদিন ভবিষ্যতের গর্ভে, যে দিন এই সময় স্বপ্নের মত মনে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমা চলিয়া গিয়াছে, আজ অমাবস্যার রাত্রি। আঁধারে পৃথিবী ঢাকিয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ তারা আকাশের গায় ফুটিয়া আছে, কিন্তু এক এক খানা কাল মেঘ আসিয়া তাহাদের মুখ ঢাকিয়া আঁধারের সীমা বাড়াইয়া দিতেছে। তারাদের দেখা দেখি লক্ষ লক্ষ জোনাকীও গাছে গাছে ফুটিয়াছে, তাহাদের আলো একবার জ্বলিয়া আবার নিবিতেছে। রাত্রি প্রহরেক অতীত হইল।

বনের ভিতর সুসজ্জিত সুপরিষ্কৃত কুটীরের ভিতরে পরিষ্কৃত বিছানার উপর শুইয়া যতীন্দ্র সংবাদ পত্র পড়িতেছেন; নিকটে প্রেমপ্রতিমা শোভা বসিয়া শুনিতেছে, ধীরে ধীরে স্বামীর গায়ে হাত বুলাইতেছে। আমরা এই অবকাশে যতীন্দ্রের পূর্ব্ব পরিচয় একটু দিতেছি।

যতীন্দ্রের পিতা মোটের উপর এক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু অনেক বিষয়ী লোকের অদৃষ্টে যাহা ঘটে, তাঁহার তাই হইল অর্থাৎ মোকর্দ্দমা মামলায় পড়িয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইতে হইল। তখন যতীন্দ্রের বয়স আঠার বৎসরের অধিক হইবেনা, ইহার মধ্যে তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। যতীন্দ্র কলেজে পড়িতেছিলেন, দারিদ্র্যতার আক্রমণে ও পিতার আদেশে পড়া বন্ধ করিতে হইল। সময়ে যতীন্দ্রের পিতা পরলোক গমন করিলেন, এদিকে অগ্নিদেবের কোপে যতীন্দ্রের গৃহাদি ভস্মসাৎ হইল। সে অবস্থায় লোকালয়ে বাস করা বিড়ম্বনা, যতীন্দ্র মাতা ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বনে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন; দিনকতক পরে মাতা "স্বর্গগামিনী" হইলেন।

এখন যতীন্দ্রের কেবল একমাত্র সম্পত্তি শোভা। শোভাই সব। সহোদর বন্ধু শোভা, শিক্ষয়িত্রী ছাত্রী শোভা, রাঁধুনী চাকরাণী শোভা, জীবনের অমূল্য রত্ন শোভা, হৃদয়ের আরাধ্য দেবী শোভা, ভালবাসবার একমাত্র জিনিষ শোভা।

এখন যতীন্দ্রের বয়স আটাইশ বৎসর হইবে; শোভা হইতে সাত আট বৎসরের বড়। যতীন্দ্র ধার্ম্মিক, দয়ালু, সৎসাহসী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ; একণকার অনেক যুবকের হৃদয় যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম অভাবে পাষাণবৎ, যতীন্দ্রের হৃদয় সেরূপ নহে। এখন পাঠিকা ভগিনীকে আর বলিতে হইবে না যে এই বনবাসিনী শোভা দরিদ্রতার মধ্যেও অতুল সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারিণী।

পড়িতে পড়িতে যুবক সহসা ক্ষান্ত হইলেন। স্থির কর্ণে একটা কি শব্দ শুনিতে লাগিলেন, শোভাও কাণ পাতিল। দুজনে বুঝিতে পারিলেন ছোট বালকের স্বর। যেন ভয়কম্পিত স্বরে বালক আর্ত্তনাদ করিতেছে। যুবক চমকিত হইয়া শোভার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কি এ!" ওদিকে সহসা চীৎকার বন্ধ হইল। মুখ চাপিয়া ধরিলে মানুষে যেমন অস্পষ্ট শব্দ করে, সেইরূপ শব্দ হইতে লাগিল। যতীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখিয়া আসিব শোভা?" শোভা গৃহের কোণে যে অস্ত্র ছিল তাহা আনিল, যতীন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল "চল যাই"।

য। তুমিও যাবে নাকি?

শো। এই আঁধারে এই বিপদে তুমি একা যাবে, আমি বাঁচিয়া থাকিয়া কি তাই দেখিব?

যতীন্দ্রের হাতে অস্ত্র, শোভার হাতে আলো, আগু পাছু হইয়া দুজনে সেই জঙ্গলের দিকে ছুটিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে শোভার কথা দূরে যা'ক, যতীন্দ্রেরও সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। একটী পরম সুন্দর বালক বয়স পাঁচ ছয় বৎসরের অধিক হইবে না, তাহাকে একজন ভীষণাকৃতি মনুষ্য বাঁধিতেছে। তখনও বালকের গায়ে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার শোভা পাইতেছে, কিন্তু যমদূত তাহাকে এরূপে ধরিয়াছে যে নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা নাই। যতীন্দ্র দেখিয়াই অস্ত্র উঁচু করিয়া এক লাফে তাহাকে আক্রমণ করিলেন। সহসা অতর্কিতরূপে আক্রান্ত হওয়ায় সে দুরাত্মা বালককে ছাড়িয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইল। যতীন্দ্র ও দস্যুতে মারামারি বাঁধিয়া গেল, এই অবকাশে শোভা বালককে কোলে তুলিয়া কুটীরাভিমুখে ছুটিয়া গেল।

কুটীরে প্রবেশ করিয়া শোভা সেই অর্দ্ধমূর্চ্ছিত বালকের বাঁধন ছাঁদন খুলিয়া ফেলিল। তাহার মুখে জল দিয়া আঁচলের বাতাস করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে শিশু কতকটা সুস্থ হইল; সে শোভার অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই হউক বা স্নেহ ব্যবহার পাইয়াই হউক, মায়ের মত তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিল। শোভা তাহাকে সেইখানে রাখিয়া স্বামীর নিকট যাইতে এত চেষ্টা করিল, কিন্তু সে ছেলে সহজে ছাড়িল না। তখন

তাহাকে অনেক কষ্টে ভুলাইয়া রাখিয়া শোভা আবার জঙ্গলের দিকে চলিল।

শোভা গিয়া দেখিল দস্যু চলিয়া গিয়াছে মাত্র, যতীন্দ্রের সর্ব্ব শরীর রক্তধারায় ভাসিতেছে। দুর্বৃত্তের সহিত যতীন্দ্র অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে যতীন্দ্র হইতে শারীরিক বলে বলীয়ান থাকায় যতীন্দ্রকে আঘাত করিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। যে পাপের জন্যে সংগ্রাম করে, পলায়ন তাহার অনন্তগতি।

শোভা বুঝিতে পারিল যতীন্দ্রের শরীর নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। তখন সে আপনার পরিধেয় বস্ত্রের অর্দ্ধেকটা ছিঁড়িয়া নিকটস্থ নদী হইতে ভিজাইয়া আনিল। ক্ষত স্থানে সেই ভিজা বস্ত্রের পটী করিয়া বাঁধিয়া দিল। তখন যতীন্দ্র একটু আরাম বোধ করিলেন।

শোভার কাঁধে ভর দিয়া যতীন্দ্র ধীরে ধীরে কুটীরে আসিলেন। তাঁহাকে শোয়াইয়া শোভা বিবিধ প্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলন। এদিকে সেই বালকটীও ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না ধরিল, জিজ্ঞাসা করিলে কোনও কথা বলে না, কেবলই কাঁদে। যতীন্দ্রের মিষ্ট কথা ও শোভার আদর কান্না থামাইতে পারিল না। সে "মার কাছে যাব" বলিয়া এক সুর ধরিল অথচ তাহার মা' যে কে তাহা যতীন্দ্র শোভা কিছুই জানেন না।

কিন্তু এরূপ সংশয়ে অনেক্ষণ থাকিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে সে বনে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। কত জমাদার, কত চাকর, কত বাবু যে শোভাদের উঠানে আসিতে লাগিলেন তাহার ঠিক নাই; যতীন্দ্র উঠিতে অসমর্থ এজন্য শুইয়াই তাহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; প্রত্যুত্তরে এইরূপ বুঝিলেন :—

বন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে এক জমীদার বাবুর বাড়ী। অপহৃত বালক সেই জমীদারের পুত্র। প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের পরে "খোকা বাবুকে" সাজ গোজ করিয়া এক খানি ছোট টানা গাড়ীতে লইয়া বেড়ান হইত। এই কাজ করিবার জন্যে একজন ভৃত্য নিযুক্ত ছিল। দুর্বৃত্ত ভৃত্য সোণা হীরার লোভ সামলাইতে না পারিয়া এই অমূল্য রত্ন বিনাশ করিতেছিল। ছেলে সময় মত বাড়ী না যাওয়াতে মা কাঁদিয়া হাট বসাইয়াছেন, বাপ খুঁজিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছেন। প্রেরিত লোকেরা দুই এক জনের মুখে এই দিকে গাড়ী আসার কথা শুনিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়াছে।

যতীন্দ্র "খোকার" জীবন রক্ষার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে তাহাদিগকে বলিলেন। তাহারা যতীন্দ্রের রক্তাক্ত দেহ দেখিয়া অনেক দুঃখ করিল এবং সেই বালককে লইয়া চলিয়া গেল।

জমীদার বাবু সদাশয়। তাঁহার

প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। কিন্তু সে সম্পদ অযোগ্য পাত্রে অর্পিত হয় নাই। "বড় লোক" নামধারী অনেকে যেরূপ কীর্ত্তি রাখিতেছেন, তাহাতে "ধনবান্" শব্দ কানে প্রবেশ করিলেই স্বার্থপর বিলাসপ্রিয় অহঙ্কৃত ও হীন-চরিত্র এক চেহারা মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হয়। কিন্তু দেশে আজিও এরূপ ধনী আছেন, যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়া ধনের সার্থকতা হইতেছে। তবে অনেক স্থলে ভাল জিনিষই অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। অল্প বলিয়াই ভাল জিনিষ এমন মধুর ও মূল্যবান্।

জমীদার বাবু একজন ভাল লোক। হারান ধনকে পাইয়া, যে ব্যক্তি তাঁহাকে এই দারুণ অভাবনীয় বিপদ হইতে ত্রাণ করিয়াছে, যে নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও এই অপরিচিত বালককে রক্ষা করিয়াছে, যে নর-ঘাতকের সাংঘাতিক আঘাতে শয্যাগত হইয়া রহিয়াছে, সেই যতীন্দ্রের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার চিকিৎসার জন্যে একজন ডাক্তার ও পুরস্কার স্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা প্রেরণ করিলেন।

শোভা ডাক্তারকে দেখিয়া অনেক ভরসা পাইল। টাকা লইল না, লোককে বলিয়া দিল "আমার স্বামী কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছেন, ইহাতে পুরস্কার গ্রহণ করা পাপ; আমাদের অবস্থা নিতান্ত দীন নহে, আশা করি যাহারা বাস্তবিক দরিদ্র, এই অর্থ দ্বারা তাহারা পালিত হইবে। জমীদার মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যে ডাক্তার পাঠাইয়াছেন, ইহাতেই আমরা যারপর নাই উপকৃত হইলাম।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লোক ফিরিয়া গিয়া জমীদারকে সমস্ত বলিল। তিনি শোভার সৌজন্য ও ন্যায়পরায়ণতায় বিশেষ প্রীত হইলেন। কি উপায়ে অর্থ তাহাদিগকে গ্রহণ করাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

ডাক্তার প্রত্যহ যতীন্দ্রকে দেখিয়া যান। ঔষধ ও শুশ্রূষার গুণে কোন দিন একটু আরাম বোধ হয়, আবার কোন দিন বা অসুখের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যতীন্দ্র বিষম জ্বরে শয্যাশায়ী, আঘাত বাস্তবিক সাংঘাতিক।

একজন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যতীন্দ্রের শিয়রে বসিয়া আছেন, আলস্য নাই, শ্রান্তি নাই, সময় নাই, অসময় নাই শোভা স্বামীর শুশ্রূষায় প্রাণপণ করিয়াছেন। বিপদ মানুষকে কত ত্যাগস্বীকার, কত সহিষ্ণুতা, কত গাম্ভীর্য্যই শিক্ষা দেয়! শোভা বিপদে পড়িয়া অমূল্য শিক্ষা পাইতেছেন।

পীড়িত যুবক ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অমৃতমাখা মুখ খানি দেখিতেছেন; সেই মুখ খানি দেখিয়া অসহ্য রোগ-যাতনারও কতকটা শান্তি হইতেছে,

প্রাণে নূতন বল উপস্থিত হইতেছে, হৃদয়ে উৎসাহ দেখা দিতেছে, প্রাণের ভিতর কি এক আনন্দ সর্ব্বক্ষণই জাগরূক রহিয়াছে! তুমিই ধন্য এজগতে প্রণয়! তুমি এ মর জগতে দেবতা, তুমি এ জ্বালাময় সংসারে অমৃত।

সূর্য্য অস্ত যায় যায়। মৃদু মধুর বাতাস বহিল। শোভার উপবনের ফুল আস্তে আস্তে ফুটিল। শোভা ধীরে ধীরে যতীন্দ্রের ক্ষত স্থানে নূতন ঔষধ লাগাইলেন। তখন যুবক মৃদুভাবে ডাকিলেন "শোভা!" শোভা, উত্তর না দিয়া স্বামীর সম্মুখে বসিলেন, যুবক বলিলেন "শোভা, আমার আর সহ্য হয় না, আজ বাইশ দিন তুমি এই কষ্ট পাইতেছ, তোমার কোমল শরীরে এত সহিবে কি করিয়া? আমার অসুখ যায় না ছাই,তোমার এ কষ্টও আর দেখিতে পারি না। এখন একটু ঘুমাইবে কি?"

সে মধুমাখা কথা শুনিয়া শোভার চক্ষে জল আসিতেছিল। বড় দুঃখের সময়ে স্ত্রীলোকে সব সহিতে পারে, আদর সহিতে পারে না, সে সময় একটু আদরের কথা শুনিলে প্রাণ গলিয়া যায়। সেই গলা প্রাণ চখের জলরূপে পরিণত হয়। ইহাতেই অনেক অনভিজ্ঞ পুরুষ বলেন "মেয়ে মানুষ গুলো কেঁদেই অস্থির করে" ইত্যাদি—কাঁদে সে কেন, তাহা বুঝিতেই পারেন না।

শোভার কান্না আসিয়াছিল, কিন্তু শোভা কাঁদিলেন না। একটু বিলম্বে ধীরে ধীরে বলিলেন "তুমি আমার জন্য ব্যস্ত হইও না, তোমার অসুখ সারিলে আমি ঘুমাইবার দিন পাইব। অসুখ হইবার ভয় করিতেছ, কিন্তু আমরা যে পরিশ্রমের জন্য পীড়িত হই না তাহা তো বলিয়াছি। পরমেশ্বর যখন যে অবস্থা দিবেন, তখন সেই রূপেই থাকিব। এখন কি একটু ভাল বোধ হইতেছে?"

যতীন্দ্র অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। শোভার কাঁধে এক হাত দিয়া আর এক হাত তাহার হাতের উপর রাখিয়া অনেকক্ষণ শোভার মুখ পানে তাকাইয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন "শোভা, তুমি রমণীরত্ন! তোমার শ্রমশীলতায়, তোমার সহিষ্ণুতায় আমি চমৎকৃত হইয়াছি। তুমি এমন গৃহিণীপনা জান যে আমার এই গরিবের সংসারেরও কখনও কোন অপ্রতুল হয় নাই! আমি নরাধম তাই এমন পতিপ্রাণা সাধ্বীকে প্রাণ ভরিয়া যত্ন করিতে পারিলাম না, মন খুলিয়া আদর করিতে পারিলাম না; শোভা হৃদয়ে যত খানি ভালবাসা ধরে তোমার স্বামী তোমায় তাহা দিয়াছে, সেই আহ্লাদে তুমি স্বর্গ সুখও কামনা কর না; কিন্তু তোমার মত দেবীকে ভাল বাসিয়া যে কি সুখ তাহা বলিবার নয়, ভালবাসা পাওয়ার তো কথাই নাই—"

শোভার আর সহ্য হইল না, চক্ষের জল আর বারণ মানিল না। স্বামীর

কথা শেষ না হইতেই শোভা তাঁহার পদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন, বলিলেন "তুমি ওরূপ কথা বলিও না, আমি তোমার দাসী, তোমার পদানতা, আমায় অত বাড়াইও না"। যতীন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। শোভা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি একটু ভাল বোধ হইতেছে?"

যতী। আমার সব সময়েই ভাল বোধ হয় শোভা, তোমার মত প্রেমময়ী দেবী যাহার হৃদয়ের অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাহার কিসের অসুখ?—আর তুমি জান তোমার স্বামী পাপ কামনা চরিতার্থ করিতে গিয়া এ শাস্তি গ্রহণ করে নাই, তবে তোমারই বা কিসের দুঃখ, আমারই বা কিসের দুঃখ?

সহসা দম্পতিকে মৌন হইতে হইল। ডাক্তার বাবুর সহিত স্বয়ং জমীদার বাবু যতীন্দ্রের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া শোভা ঘোমটা টানিয়া গৃহের এক কোণে দাঁড়াইলেন। ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া বিষন্নভাবে জমীদারের কাণে কাণে কি বলিলেন।

সঙ্গীত।

এ বিশ্ব সঙ্গীতময়। কিসে এবং কাহাতে সঙ্গীত নাই? সজীব নির্জীব সকলই সঙ্গীতের মধুময় হিল্লোলে আন্দোলিত। কাহার হৃদয় না সঙ্গীতে পরিপূর্ণ? শিশু বল, যুবা বল, বৃদ্ধ বল, পণ্ডিত বল, মূর্খ বল, ধনী বল, দরিদ্র বল সকলেরই হৃদয় সঙ্গীতময়। তুমি হয়ত ভাল সুরে-ভাল গান ধরিবে, আমি হয়ত মন্দ সুরে মন্দ গান গাইব কিন্তু আমার গানে আমার হৃদয়ের কত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িবে, তাই আমার ভাল লাগিবে। তুমি হয়ত বেশ তান লয় মিলাইয়া একমনে গান গাইবে আর কত লোক শুনিয়া মোহিত হইবে, আমিও তাহাতে মুগ্ধ হইব, কিন্তু আমি তোমার মত ভাল গান না জানিলেও গোপনে একটু গাহিলাম, মনে মনে সঙ্গীতের স্রোত বহাইলাম এবং নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইলাম। শিশু স্বর্গীয় সঙ্গীতগুলি কথায় ও উচ্চে প্রকাশ করিতে না পারিলেও তাহার চোকে মুখে সেই সঙ্গীত প্রস্ফুটিত দেখা যাইবে। মনুষ্যের কথা ছাড়িয়া দাও অথবা মনুষ্যকে অন্তরালে রাখিয়া আমরা অন্যের সঙ্গীত আলোচনা করিব। আমি বলিয়াছি বিশ্ব সঙ্গীতময়। এ বিশ্বে কিসে না সঙ্গীত আছে? ঊষা ঘোমটা টানিতে টানিতে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কি একটু সঙ্গীত সমীরণকে কহিয়া দিল—বায়ু ধীরে ধীরে সেই

সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে লতার নিকট, গাছের নিকট, ফুলের কানে বলিয়া—কোন স্থানে স্ফুট কাহার কাছে অস্ফুট ভাবে গাহিয়া নিজ মনে গাহিতে গাহিতে দিগন্তে মিশিয়া গেল। ফুলগুলি সেই সঙ্গীতে নিজের নীরব তান মিশাইয়া দুলিয়া দুলিয়া গাহিতে লাগিল। বৃক্ষগুলি মর মর রবে গাহিয়া উঠিল—সুপ্তোত্থিত পক্ষীগণ বৃক্ষের গান শুনিয়া সেই গান উচ্চে ঘোষিত করিবার জন্ত বিমানে উঠিয়া নিজ কণ্ঠস্বর ভাসাইয়া দিল—সমস্ত প্রকৃতি সঙ্গীতে রত হইল। চারিদিকে গম্ভীর সঙ্গীত গভীরতর হইয়া উঠিল।

এ সঙ্গীতে কাহার হৃদয় না গলিয়া যায়? এ সঙ্গীত শুনিয়া কে অন্তর্নিহিত সঙ্গীতময় ভাবগুলিকে ডুবাইয়া অন্য ভাব ভাসাইতে পারে? এ কবিত্বময় সঙ্গীত শুনিয়া—এ বিশ্বপ্রেমমাখান সঙ্গীত শুনিয়া কাহার গদ্যময় জীবন প্রেম শূন্য হৃদয় কবিত্বে ও প্রেমে পরিপূর্ণ না হয়? তবে হয়ত আমি ও গানগুলি ভাল করিয়া না শুনিয়া ও বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, ও গানে মন না দিয়া নিজ মনে নিজ গদ্যময় সংসার চিন্তাজনিত অন্তঃসারশূন্য বাস্তবিক কবিত্বহীন গান গাহিয়া চলিয়া গেলাম। তাহা হইলে ও গান আমার কাছে মধুর লাগিবে কেন—ও গানের মর্ম্ম বুঝিতে পারিব কেন? চঞ্চল চিত্তে এ গান শুনা যায় না—হৃদয় মন প্রাণ সমস্ত উহাতে না ডুবাইলে উহার মধুরতা উপলব্ধি হয় না। উহাতে মন যত ডুবাইবে, ততই মধুর—সুমধুর—আরও সুমধুর বোধ হইবে। তোমার সঙ্গীত আমার সঙ্গীত যখন গীত হইল, তখনই ফুরাইল; হয়ত একটু চিহ্ন মনে রহিয়া গেল—ঘুমন্ত ভাবে রহিয়া গেল। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গীত ফুরায় না, এ সঙ্গীত চিরস্থায়ী। তোমার আমার সঙ্গীত আমাদের সাথে লয় পাইয়া গেল বিশ্বের সঙ্গীত সমভাবে জগৎ ভরিয়া রহিল। আমাদের যেমন একসুর সকল সময় ভাল লাগে না তাই ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন সুরে গান করি। বিশ্বের সঙ্গীতেও তাই। প্রভাতে যে সুর, দুপরে সে সুর নাই, আবার দুপরের সুর সন্ধ্যায় নাই। বালক একসুরে গাহিল, যুবা আবার অন্য সুরে গাহিল, বৃদ্ধ আবার অন্য সুরে গান ধরিয়া দিল। একঘেয়ে সুর ভাল লাগে না। সুরের পরিবর্ত্তন নহিলে সঙ্গীত মধুর বোধ হয় না। আমরা কত ভাবের কত গান গাহিতেছি—একটা গান দুইবার গীত হইলে সেটা পুরাণ বলিয়া আমাদের ভাল লাগিবে না। কিন্তু বিশ্বের একই গান। কল্পনার কল্পনাতীত—স্মৃতির স্মৃতি বহির্ভূত কত দূর অজানা দিন হইতে এই একই গান গীত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তবুও পুরাতন হয় না, প্রত্যহ নূতন। এ গান রামচন্দ্র শুনিয়াছেন, এ গান যুধিষ্ঠির শুনিয়াছেন,

এ সঙ্গীতে ধ্রুব প্রহলাদ শৈশব কালে মোহিত হইয়া অন্য গানে মনঃ সংযোগ করেন নাই—এই বিশ্বের গানই তাঁহাদের এক গান ছিল এবং তাহাতেই তান মিশাইয়া একমনে গাহিয়া গিয়াছেন। এ সঙ্গীতে খ্রীষ্ট তান মিশাইয়াছেন, এ সঙ্গীতে চৈতন্য তান মিশাইয়াছেন। এ গান তখনও ছিল, এখনও আছে এবং চিরকাল থাকিবে। মনুষ্য এতকাল যত গান গাহিয়াছেন, সে সমস্তই উহাতে ডুবিয়া যায়—উহার অণুতে লুকাইয়া যায়। আমরা সারাদিন হয়ত কত গান গাহিতেছি—কখন ইচ্ছায় কখন অনিচ্ছায়, কখন একমনে কখন আনমান গাহিয়া গাহিয়া চলিয়া যাই, কিন্তু ও গানে হৃদয় মিশাই না—ও গান বুঝিতে চেষ্টা করি না। এ সংসারে সকল বিষয়ে আমরা ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যাই—ডুবিতে চাই না, কিন্তু বিশ্বের এই সঙ্গীতে না ডুবিলে বুঝিতে পারা যায় না।—এ সঙ্গীতে যাঁহারা ডুবিয়াছেন, তাঁহারা তত্ত্ব পাইয়াছেন। সুরের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেলাম, গান বুঝিলাম না, সে সুর কিছু দূর যাইয়া আর ভাল লাগিবে না, তখন তাহা পুরাণ হইয়া যাইবে, তখন তাহাতে আর সে সুখ হর্ষ কিছুই পাওয়া যাইবে না—সে সুর তখন কষ্টজনক হইয়া উঠিবে। কিন্তু ঐ সুরের সঙ্গে সঙ্গে যদি গান হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন মধুরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশ্বের সঙ্গীত এখনও ফুরায় না এবং এই নিত্য নূতন-ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত কখন পুরাণ হয় না। এ গানে যত ডুবিবে, তত নূতন ভাব, নূতন কবিত্ব, নূতন মাধুর্য্য, নূতন সুখ, নূতন হর্ষ, নূতন প্রাণ সমস্তই নূতন দেখিবে—অথচ এক গান—এক অনন্ত সঙ্গীত। এ গান মনুষ্য গাহিয়া শেষ করিতে পারে না—ও গান শুধু মনুষ্য কেন সমস্ত জীব জন্তু কেহই শেষ করিতে পারে না। এ গান অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া গাহিয়া বিরক্ত হইবেন না।

ঐ যে নদী কুল কুল করিয়া গাহিয়া যাইতেছে, উহারও ঐ এক গান। নদী ঐ গান কত কাল হইতে গাহিয়া আসিতেছে, তবু ও ফুরায় না—তবুও আবার নিত্য নূতন প্রাণে নূতন উদ্যমে, নূতন ভাবে নাচিতে নাচিতে সেই গান সেই কুলস্বর গাহিয়া যাইতেছে, বিরাম নাই, আলস্য নাই—অবিরাম গাহিয়া চলিতেছে।

আবার ঐ যে নক্ষত্রাবলী সুস্নিগ্ধ সান্ধ্য গগনে এক এক করিয়া ফুটিয়া উঠে, উহাদেরও ঐ এক সঙ্গীত। কিন্তু উহাদের সঙ্গীতে সাড়া নাই শব্দ নাই—মত্ততা নাই, চঞ্চলতা নাই। উহাদের সঙ্গীত নীরব নিস্তব্ধ, নিশ্চল, নিষ্কাম, নির্বেগ, নির্বিকার। সরলতা গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত হাসিতে ঐ গান ফুটিয়া রহিয়াছে। যাহারা সঙ্গীতে যত

ডুবিতে পারে, তাহাদের উচ্চ সঙ্গীত তত থামিয়া যাইয়া নীরব হয়। উচ্চ ঘোষিত সঙ্গীত যতই মধুর হউক না কেন, নীরব সঙ্গীত মধুরতর। উচ্চ ঘোষিত সঙ্গীত বাহিরে মিলাইয়া যায়, নীরব সঙ্গীত শিরায় প্রবেশ করিয়া দ্রুত প্রবাহিত হয় এবং হৃদয়ে মিশিয়া যায়। উচ্চ ঘোষিত সঙ্গীতের সুরে অরুচি আছে, ইহাতে অরুচি নাই। এই নীরব সঙ্গীত সুধা যতই পান করা যাইবে, ততই আরও ইচ্ছা হইবে এবং পান করিয়া শেষে অমর হইবে। তাই বলি সকলই সঙ্গীতের স্রোতে ভাসিয়া না যাইয়া তাহাতে ডুবিতে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে সঙ্গীতের যথার্থ মহিমা বুঝিতে পারিবেন এবং সেই সঙ্গীতে ডুবিতে পারিলে সংসারের তাপ জ্বালা সমস্তই প্রশমিত হইবে—অনন্ত প্রেমের অনন্ত সুখ শান্তি ঐ সঙ্গীতে তান মিশাইবে।

বঙ্গমহিলা সমাজের নবম সাম্বৎসরিক উৎসব।

বঙ্গদেশীয় রমণীদিগের মধ্যে জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতির জন্য ১৮৭৯ সালের আগষ্ট মাসে এই সভা স্থাপিত হয়। সভার উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টরূপে সাধন করিবার জন্য এই কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা হয়—প্রবন্ধলিখন, আলোচনা, উপদেশ, সদালাপ ও বিশুদ্ধ আমোদসম্ভোগের জন্য সম্মিলনসমিতি। ঈশ্বর কৃপায় এই নারীসমাজটী নয় বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। গত ১৭ই আগষ্ট ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর বাটীতে এই উপলক্ষে একটী বৃহৎ সায়ংসমিতি হয়, তাহাতে প্রায় ১০০ মহিলা তাঁহাদের স্বামী ও আত্মীয়গণ সহ উপস্থিত ছিলেন। বাটীটী বেশ সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। একটী গৃহ বৈদ্যুতিক আলোকে দীপ্তি পাইতেছিল, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু বিদ্যুৎ বা তাড়িত শক্তি দ্বারা কাপড় সেলাই ও অন্যান্য কতকগুলি প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন। তাহার মধ্যে একটী বড় আশ্চর্য্য। এক যন্ত্রের অপরদিকে হাত রাখিয়া বিদ্যুদালোকে দেখিলে হাত দেখা যায় না; হাত বাতাসের মত নিরাকার ও স্বচ্ছ হইয়া যায় এবং তাহার ভিতর দিয়া অপর দিকের বস্তু সকল দেখা যায়। আর এক গৃহে মানবদেহ তত্ত্বের অনেকগুলি সুন্দর ছবি এবং মোমনির্ম্মিত মনুষ্যের মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড ধমনীর মূল ও শাখা সকল ছিল। ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সকল অবলম্বন করিয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়া, শ্বাসক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। একটী অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা কয়েকটী

আশ্চর্য্য দর্শনেরও সুবিধা করা হয়। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত, বাজনা, ইংরাজী ও বাঙ্গালা আবৃত্তি হয় এবং উপস্থিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে থাকেন। অবশেষে জলযোগ হইয়া রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় সমিতি ভঙ্গ হয়, এবং মহিলারা সকলেই প্রীত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বঙ্গমহিলা সমাজ নারীদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির একটী প্রকৃষ্ট উপায়। ঈশ্বর এই সমাজকে দীর্ঘায়ু করুন্। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার মঙ্গল ও উন্নতির প্রার্থনা করি।

ধ্বজা-রোপণ ব্রত।

হিন্দুর বিবাহ একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার। "সহধর্ম্মিণী" বিশেষণটি হিন্দু স্ত্রীর প্রতি যেরূপ অসঙ্কুচিত ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, বোধ হয় সভ্য জগতের আর কোনও জাতির স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সেরূপ ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। হিন্দু স্ত্রী, সতীত্ব, পতিপরায়ণতা, লজ্জা, বিনয়, কোমলতা, ন্যায়পরতা, ভক্তি প্রভৃতি বরণীয় গুণপুঞ্জের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিস্বরূপ। সুবিস্তৃত হিন্দু শাস্ত্র ইহার জীবন্ত সাক্ষী। বৃহৎ নারদীয় পুরাণ হইতে একটি পবিত্র অধ্যায় উদ্ধৃত করিয়া আমরা হিন্দু নারীর দেবভক্তি ও গার্হস্থ ধর্ম্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আজি একটি সুন্দর প্রমাণ সন্নিবেশিতঃকরিতেছি।

এদেশের রমণীদিগের কৃত সাবিত্রী ব্রত, মনসা ব্রত, শংখ পূজানীর ব্রত, অনন্ত চতুর্দ্দশী ব্রত, হরিপঞ্চক ব্রত, মাসোপবাস ব্রত, প্রভৃতি সদুপদেশপূর্ণ ও সদ্ভাব উত্তেজক। হিন্দু স্ত্রীর "ধ্বজা রোপণ ব্রত" আরও সুন্দর, আরও চমৎকার। এই ব্রত যেরূপ জ্ঞানোপদেশ পূর্ণ, সেইরূপ অতি প্রাচীন ও পবিত্র। এই ধ্বজারোপণ ব্রতের অনুষ্ঠানে গৃহ পবিত্র, চিত্ত শান্ত, অহঙ্কার চূর্ণ, কুল উজ্জ্বল, বংশগৌরব সম্পন্ন এবং ভক্তের ভক্তিবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে স্ফূরিত হয়।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী এই ব্রতাচরণের প্রশস্ত দিবস। অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশী দিনে সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া ভক্তিপূর্ণ চিত্তে ঈশ্বরোপাসনা পূর্ব্বক বিরামদায়িনী নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে নিশা যাপন করিতে হয়; পর দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান এবং স্নানাহ্নিকাদি সমাপন করিয়া পরব্রহ্মের পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। পূজা শেষ হইলে সতী স্ত্রী আপন স্বামীর সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া গললগ্নীকৃত বাসে

অকপট চিত্তে বলিবেন "হে প্রভো! আপনার সহিত আমার শুভ মিলন হইবার দিবস হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমি অজ্ঞান বা জ্ঞানকৃত যে সকল অপরাধ করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আপনার দাসীকে তজ্জন্য ক্ষমা করুন। আপনি অনুগ্রহ করিলে আমি পাপ হইতে মুক্তা হইতে পারি।" স্বামীও স্ত্রীর সম্মুখে ঐ রূপে বলিবেন "হে সাধ্বী! তুমি আমার ধর্ম্মপথের সহায় স্বরূপা, তুমি আমার শরীরের অর্দ্ধেক অংশ,অতএব হে ভামিনী! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না ও সরলা হও। আমি জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত যে অপরাধ করিয়াছি,তুমি তাহার জন্য সন্তোষ সহকারে আমাকে মার্জ্জনা কর।" দেবতার সম্মুখে উভয়ে এইরূপ সরল চিত্তে পরস্পরের প্রীতি আকর্ষণ করিবেন। তদনন্তর পিতা, মাতা এবং গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া নিভৃত গৃহে ঈশ্বর চিন্তায় সেই দিবস যাপন করিতে হইবে, সেই দিনে বৈষয়িক চিন্তায় চিত্তকে চঞ্চল করিবেন না। পরদিন প্রত্যুষে (ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে) সূর্য্যদেবের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া গন্ধ দ্রব্য ও কুসুমাদি দ্বারা গৃহদেবতার অর্চ্চনা করিবেন। তাহার পর সূক্ত ও স্তোত্র পাঠ এবং মনোহর নৃত্য গীতবাদ্য সহকারে দেবমন্দিরের দিকে এক সুদৃঢ় ও সুন্দর ধ্বজা লইয়া যাইতে হয়। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে ঐ ধ্বজদণ্ড একত্রে বহন করিবেন। ঐ সুশোভন ধ্বজ দেবালয়ে স্থাপিত হইলে ভক্তি সহকারে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া দম্পতী এই স্তোত্র উচ্চারণ করিবেন :—

"হে বিশ্বভাবন! হে দেব দেব নারায়ণ! তোমাকে আমরা নমস্কার করিতেছি। যাঁহা কর্ত্তৃক এই নিখিল জগৎ সৃষ্ট] হইয়াছে; যাঁহাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত মধ্যে যিনি প্রতিষ্ঠিত; অন্তে যাঁহাতে সকলই লয় প্রাপ্ত হইবে; সেই জগন্ময় প্রেমপুরুষ বিষ্ণুর আমরা শরণাগত হইলাম। ব্রহ্মাদি সুরগণও যাঁহার মহিমা বুঝিতে অক্ষম, যোগিগণ নিরন্তর যাঁহার প্রশংসায় নিরত, ভক্তের হৃদয় যাঁহার সিংহাসন, সেই জ্ঞানরূপ পরমেশ্বরকে আমরা নমস্কার করি। স্বর্গ যাঁহার মূর্দ্ধা, অন্তরীক্ষ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার পদতল, দশদিক্ যাঁহার শ্রোত্র এবং দিনকর ও শশাঙ্ক যাঁহার চক্ষু, সেই সর্ব্বেশ্বর, শুদ্ধাত্ম, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন নারায়ণকে নমস্কার। তত্ত্বজ্ঞানী যোগীন্দ্রগণ যাঁহাকে সর্ব্বভূতে, সকল স্থানে, সকল কারণে এবং সকল সময়ে নিরীক্ষণ করিয়া মানব জীবনকে কৃতার্থ করেন, যিনি নিরাকার, নির্বিকার, অজ, পুরাণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজীবে প্রসন্ন, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে নমস্কার।

"ঐ পুরুষশ্রেষ্ঠের কৃপায় আমাদের পাপ মুক্ত হউক, আমাদের ভ্রমের নিরসন হউক এবং বিষয় বাসনা হইতে

আমাদের মায়া খণ্ডন হউক। আমরা অনিত্য পার্থিব পদার্থে মত্ত হইয়া যেন নিত্য সনাতন পদার্থকে না ভুলিয়া যাই, যেন ধর্ম্মে আমাদের মতি ও গতি হয়। আমরা যেন মধ্যাহ্নভাগে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, পিপাসিতকে নির্ম্মল নীর, এবং ক্লান্তকে শান্তি দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি; আমরা যেন পীড়িতকে ঔষধ এবং দরিদ্রকে যথাসাধ্য ধন দিতে কাতরতা প্রকাশ না করি; আমরা (স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে) যেন কথনও কাহাকে শরীর, মন বা আত্মা সম্বন্ধে ক্লেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্মপথ হইতে পশ্চাৎপদ না হই।

"আমাদের জিহ্বা অসত্য বচনোচ্চারণে যেন কুণ্ঠিত হয়। কর্ণ যেন মিথ্যা কথা শ্রবণে কাতর হয়, চক্ষু যেন কুদৃশ্য দর্শন না করে। আমরা যেন ভক্ত ও সাধকের নিন্দা শ্রবণ না করি। আমরা যেন কাহারও নিন্দায় উৎফুল্ল না হই। আমাদের আবাস যেন ভক্ত, সাধু, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানীর পদধুলি দ্বারা পবিত্র হয়। আমাদের গৃহ প্রাঙ্গণে বিহঙ্গদিগের ক্ষুধাশান্তির জন্য সুরসফল যুক্ত সুন্দর মহীরূহ এবং পিপাসিত জীবের জন্য স্বচ্ছ সরোবর থাকে, আমাদের উপদেষ্টা গুরু যেন সতত আমাদের সন্নিকটে থাকেন।"

এইরূপে স্তোত্র পাঠ পরিসমাপ্ত হইলে দম্পতী যথাশক্তি দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুত্র মিত্র আদি সহ উক্তি কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। দান ভোজন ইত্যাদির উপসংহার হইলে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জ্ঞাতি বন্ধু, আত্মীয় ও ইঁহাদের হিতচীকির্ষুগণ ব্রাহ্মণ, ভক্ত, সাধু, উপদেষ্টা, পুরোহিত এবং দর্শকদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভক্তি পূর্ণ চিত্তে বলিবেন :—

"হে হিতচিকীর্ষুগণ! তোমরা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও; হে বৈরিগণ! তোমরাও প্রসন্ন হও। হে স্থাবর জঙ্গম সমন্বিত সমগ্র জগৎ! তুমিও প্রসন্ন হও! আমাদের অপরাধ জন্য আমরা যেন কাহারও অসন্তোষের ভাজন না হই এবং কেহ যেন আমাদেরও অসন্তোষের ভাজন না হয়েন। পরব্রহ্মে আমাদের চিত্ত রত হউক, আমরা যেন জগতের মঙ্গলের জন্য জীবন ধারণ করিতে পারি।" তদনন্তর স্বামী ও স্ত্রী পুনরায় আত্মীয় বান্ধবাদি সহ ভগবানের পবিত্র নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে আসিবেন এবং গৃহে আসিয়াই অনুতপ্ত চিত্তে গৃহ দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধ পুঞ্জের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। এখন হইতে পাপময় কার্য্য হইতে ইঁহারা স্বতন্ত্র থাকিবার জন্য চেষ্টা করিবেন।

এই ধ্বজারোপণ ব্রত বহুকাল হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালাদেশে ইহা বড় কম দেখা যায়, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ইহার এখনও খুব প্রচলন আছে।

এই ব্রতক্ষেত্র স্ত্রী ও স্বামীর শিক্ষার স্থল এবং সাধারণের চক্ষু সম্মুখে ইহা নিতান্ত জ্ঞানগর্ভ ও গম্ভীর ভাবোদ্দীপক পবিত্র দৃশ্য।

বিষয় বিজ্ঞান।

অনামিক গুল্ম—যাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের নিকট দুই একটী বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা উপস্থিত করি, তাঁহারা তাহার মীমাংসা করিলে নিতান্ত বাধিত হইব। সম্প্রতি অতি ক্ষুদ্র একপ্রকার গুল্ম দেখিলাম। তাহা এত ক্ষুদ্র যে, তাহাকে শৈবাল বলাও যাইতে পারে। তবে সে প্রকার শৈবাল কখন দেখি নাই বলিয়া ইহাকে গুল্ম বলিলাম। নাম না জানা থাকায় উহার অগ্রে "অনামিক" এই বিশেষণ যোগ করা গেল। পত্রগুলি শাঁড়া পত্রের ন্যায়,—কিন্তু তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র। একটী গুল্মে চারিটী হইতে ছয়টীর অধিক পত্র নাই। তাহাতে আর অধিক পত্র জন্মায় কিনা, আমি তাহা দেখিব বলিয়া কয়েকটা যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছি। তাহার কেশবৎ সূক্ষ্ম একটী মূল আছে। মূলটী আর্দ্র মৃত্তিকা বা সানের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিলেই উদ্ভিদটী জীবিত থাকে। এমন কি, বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হইয়া থাকে, তথাপি মৃত্যুর কোন লক্ষণ প্রকাশ করে না। হঠাৎ দেখিলে একটী মূলোৎপাটিত উদ্ভিদ বলিয়া বোধ হয়। ভূমির উপর এক পার্শ্বে শয়ান থাকে,—কেবল মূলটী সজল মৃত্তিকাদির সহিত সংযুক্ত থাকে। তাহার মূলটীকে আর্দ্র ভূমি হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি, পর দিন দেখি সেই মূল ঘুরিয়া ফিরিয়া জল সংযুক্ত হইয়াছে। উদ্ভিদ বিদ্যায় যাঁহাদিগের বিদ্যা অধিক, তাঁহারা অবশ্যই এরূপ উদ্ভিদের সন্ধান রাখেন, কিন্তু আমরা এই নূতন দেখিলাম।

পতঙ্গাণু—যদি আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়টী সম্পূর্ণ হইত, দৃষ্টি শক্তি বলিলে যাহা বুঝায়, যদি আমাদের তাহা থাকিত, তাহা হইলে আমরা এই জগতের মধ্যে কত নূতন জগৎ দেখিতে পাইতাম—এই মনুষ্য লোকের মধ্যে কত নূতন জীব লোক দেখিতে পাইতাম। আমাদের চক্ষু কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয় সকল এবং মনবুদ্ধি আদি অন্তরিন্দ্রিয় সকল যে অবস্থায় থাকিলে স্থূলতঃ বিষয়কার্য্যের কোন বিঘ্ন ঘটেনা, তখনই আমাদিগকে সুস্থ ইন্দ্রিয় সম্পন্ন মনে করি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা সকলেই বিকলেন্দ্রিয়। যেমন কূপভিন্ন আর কিছু আছে বলিয়া কূপমণ্ডূকের বোধ নাই, তদ্রূপ দৃষ্টিক্ষেত্র পদার্থ ভিন্ন আর কিছু আছে বলিয়া আমাদের বোধ নাই। কিন্তু আমরা

যাহা দেখিতে পাই, এ বিশ্বসংসারে দেখিবার তদপেক্ষা অনেক বেশি আছে। আমরা যাহা শুনিতে পাই, শুনিবার তদপেক্ষা অনেক আছে। অতএব সব দেখিয়াছি, সব শুনিয়াছি, সব জানিয়াছি, এরূপ ভ্রমটা আমাদের না হইলেই ভাল হয়। এত কথা কেন হইতেছে, এখন তাহা বলি।

সম্প্রতি কোন স্থলে কয়েক যোড়া কবাটে গ্রীন রঙ্গ দেওয়া হয়। এক দিন অপরাহ্ণে দেখা যায়, রঙ্গটী অতীব সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া শ্যামল উদ্ভিদ্ শোভা প্রকাশ করিতেছে। ঐ রঙ্গে বিলক্ষণ আটা ছিল। পর দিন প্রাতে দেখা গেল, ঐ দ্বার ঈষৎ কৃষ্ণাভ দেখাইতেছে। কেহ কেহ বলিলেন, রঙ্গটা বিকৃত হইয়া ঐরূপ হইয়াছে। আমি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পতঙ্গাণু রঙ্গের আটায় সংযুক্ত ও গতাসু হইয়া উহাকে কৃষ্ণাভ করিয়াছে। যে সকল পতঙ্গাণু বায়ু প্রবাহের মস্তকে চড়িয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে গমন করে, তাহাদেরই এই দশা হইয়াছে। প্রকৃতি এই সামান্য বর্ণীকরণ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া কোটি কোটি জীবের জীবনলীলা শেষ করিয়াছে! ভাল! বায়ু মধ্যে যদি এত অসংখ্য প্রাণী বিচরণ করিয়া থাকে, তবে আমরা তাহা দেখিতে পাই না কেন? এবং যখন তাহাদের কোটি কোটি টা একত্রে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াছে, তখনই বা দেখিতে পাইলাম কেন? বোধ হয় বিরলত্ব ও ঘনত্বই তাহার কারণ। বায়ু ও সমুদ্র বারির বর্ণ আছে; কিন্তু অল্প পরিমিত বায়ু ও সমুদ্র জলের বর্ণ প্রত্যক্ষ করা যায় না। বায়ু রাশির ও সমুদ্রের জল রাশির বর্ণ দেখা যায়। উভয়কেই নীলাভ বোধ হয়। যখন আকাশে মেঘ থাকে না, তখন ঊর্দ্ধদেশে দৃষ্টিপাত করিলে যে বর্ণ দেখা যায়, তাহাই বায়ুর বর্ণ। সমুদ্রযাত্রী ব্যক্তিগণ জলধি বারিরও ঐ বর্ণ দেখিতেপান। পূর্ব্বোক্ত পতঙ্গাণুগণ বোধ হয়, বায়ু সহ তত ঘন ভাবে বিচরণ করে না, —তজ্জন্যই আমরা দেখিতে পাই না। কবাটে ক্রমশঃ বহু একত্রীকৃত হইয়াছে, তাই দেখিতে পাইয়াছি। পতঙ্গাণুগণ বায়ু প্রবাহ সহ স্বভাবতঃ গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে বিপদে (আটায়) পড়িয়া প্রাণ হারাইল। কি, রূপের পাগল পতঙ্গজাতি! শ্যামরূপে দেহ বিসর্জ্জন করিল, আমরা তাহা জানিনা। বামাবোধিনীর কোন পাঠক পাঠিকা ইহার মীমাংসা করিলে, সুখী হইব।

(ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী জুবিলী।

আগামী ২৭এ ভাদ্র মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সিটী কলেজ গৃহে বামাবোধিনীর জুবিলী উৎসব হইবে, তদুপলক্ষে বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ মহাশয় "বঙ্গীয় রমণী—২৫ বৎসর পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান সময়ে" এই বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করিবেন। কলিকাতার কৃতবিদ্য রমণী ও স্ত্রীশিক্ষা হিতৈষী সকল লোকই সভাস্থলে আহূত হইয়াছেন।

জুবিলী উপলক্ষে ১০টী পারিতোষিক রচনার পুরস্কার দিবার কথা আছে। রচনাগুলি এখনও পরীক্ষাধীন রহিয়াছে, আমরা আশা করি শীঘ্র তাহার ফল বাহির হইবে এবং আমরা আগামী বারে তাহা প্রকাশ করিতে পারিব। পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, তারাকুমার কবিরত্ন ও সম্পাদক পরীক্ষার ভার লইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়—প্রস্তাবিত সকল বিষয়েরই রচনা পাওয়া গিয়াছে এবং কয়েকটী রমণী পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতার ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। যে যে বিষয়ে যিনি যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম পশ্চাৎ প্রদত্ত হইল।

১ম শ্রেণীর রচনা।

১—আদর্শ বঙ্গ রমণী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দে, রামকেশব মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল নাথ, কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুরেশচন্দ্র সরকার এবং শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায় ও মানকুমারী বসু।

২—ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে?—শ্রীযুক্ত সীতানাথ নন্দী, কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রামকেশব মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল নাথ, জয়কৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায়, শৈলজাকুমারী দেবী ও সুষমাসুন্দরী দাসী।

৩—স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায় ও মানকুমারী বসু।

৪—অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধনের উপায়—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রামকেশব মুখোপাধ্যায়, কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায়, শৈলজাসুন্দরী দেবী ও সুষমাসুন্দরী দাসী।

৫—বিশ্বসেবা ব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, জয়কৃষ্ণ মিত্র, রামকেশব মুখোপাধ্যায়, এবং শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী ও কুমুদিনী রায়।

২য় শ্রেণীর রচনা।

১—গৃহচিকিৎসা—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায় মানকুমারী বসু, বরদাসুন্দরী দেবী, সুষমাসুন্দরী দাসী, শৈলজাকুমারী দেবী।

২—প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী ও ইহার উন্নতির উপায়—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায়, শৈলজাকুমারী দেবী।

৩—বাঙ্গালী স্ত্রীপরিচ্ছদ ও ইহার উৎকর্ষ সাধন—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায়।

৪—স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায়, মানকুমারী বসু, শৈলজাকুমারী দেবী ও সুসমাসুন্দরী দাসী।

৫—নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী রায়।

জুবিলী উপলক্ষে যাঁহারা যৌতুক দান করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগের দাতব্য যথাস্থানে স্বীকৃত হইল। রঙ্গিন কাগজে কয়েকটী হিতগর্ভ পদ্য মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে বিতরিত হইবে। আশা করি, তাহা তাঁহারা বাঁধাইয়া গৃহে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। আমাদিগের কোন সহৃদয়া গ্রাহিকা তাঁহার লিখিত 'বনবাসিনী' নামে এক উপন্যাস উপহার দিয়াছেন, তাহাও মুদ্রিত হইয়া বিনা মূল্যে গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে বিতরিত হইবে।

নূতন সংবাদ।

১। পৃথিবীতে বৎসরের মধ্যে যিনি সকলের অপেক্ষা সাধুকার্য্য করিয়া থাকেন, পোপ তাঁহাকে বৎসরান্তে একটী স্বর্ণ গোলাপ পুরস্কার দিয়া থাকেন। গত পূর্ব্ব বৎসর একজন আমেরিকাবাসী উক্ত গোলাপ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ বৎসরেও আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরের মেরি গল্ডলিন ক্যালউয়েন নাম্নী একটী রমণী উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ওয়াসিংটন নগরে একটী ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এককালীন ৯ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

২। বোম্বাইয়ের দাদাভাই নওরাজি পার্লামেণ্ট সভায় ফিন্সবরির লিবরেল প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন। এ সংবাদ এত সুখের, যে সত্য বলিয়া সহসা বিশ্বাস হয় না।

৩। সমগ্র ভারতবর্ষে এক্ষণে বিধবার সংখ্যা প্রায় ৫০০০০; ইহাঁদের বয়ঃক্রম দশমবর্ষের ন্যূন এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ জাতীয়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

সুরাপান বা বিষপান—কলিকাতা আশা দলের জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, ২৪৫ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, মূল্য ১৲ টাকা। বাঙ্গালাভাষায় সুরাপান সম্বন্ধে এরূপ সুবিস্তৃত পুস্তক আমরা দেখি নাই। ইহার ভাষা সরল এবং ইহার মধ্যে সুরাপান সম্বন্ধীয় প্রায় সকল জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। এতৎ সঙ্কলনে গ্রন্থকার বিশেষ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সাধু চেষ্টাকে আমরা শতমুখে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। পুস্তকখানি কলিকাতা ১০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বসাখের নিকট প্রাপ্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৫ সংখ্যা। আশ্বিন ১২৯৫—অক্টোবর ১৮৮৮। ৪র্থ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। আগামী ডিসেম্বর মাসে জাতীয় ভারতসভার সম্পাদিকা কুমারী ম্যানিঙ বিলাত হইতে এ দেশ দর্শনার্থ আগমন করিবেন। এই ভারত-নারীহিতৈষিণী মহিলাকে সমাদরে গ্রহণার্থ বঙ্গীয় ভগিনীগণ প্রস্তুত হউন।

২। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে ৩ হাজার ১০০ স্ত্রীলোক শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া থাকেন।

৩। গত ১৮ই ভাদ্র কলিকাতা টাউন-হলে এলাহাবাদের গোরক্ষিণী সভার সম্পাদক শ্রীমান স্বামী গোহত্যা নিবারণ বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন; সার রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরেও ইহাঁর এক বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। এ শুভ আন্দোলনে সকলেরই যোগ দেওয়া উচিত।

৪। আফ্রিকার সোফিয়া প্রদেশে দুই দল উট পক্ষীতে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। একদলে ২০০ এবং অন্য দলে ৩০০ পক্ষী ছিল। অনেক পক্ষী হত ও আহত হইয়াছে।

৫। হিমালয়ের শৃঙ্গ এভারেষ্ট এত দিন পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া খ্যাত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি নিউগিনিতে হার্কু-লেস নামক একটা পর্ব্বতশৃঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার উচ্চতা ৩২,৭৮৬ ফিট। এভারেষ্ট ২৯,০০০ ফিট উচ্চ। হিমালয়ের আরও উচ্চতর শৃঙ্গ থাকা অসম্ভব নয়।

৬। আবদুল করিম নামক একটী ভারতীয় মুসলমান ১,৮৭২ টাকা বেতনে

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী মহারাণীর মুন্সী এবং ভারতীয় কেরাণীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদের বেতন ক্রমে ৪,১৪০ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে।

৭। বোম্বাইয়ের লাট সাহেব ও তাঁহার পত্নী এ দেশীয় মহিলাদিগকে এবং যাঁহারা প্রকাশ্যে তাঁহাদিগের পত্নীদিগকে বাহিরে লইয়া যাইতে সমর্থ, তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এ দেশের লোকদিগকে ইংরাজগণ ভাল বাসিলে ও যত্ন করিলে অনেক সুফল ফলিবে।

৮। হায়দ্রাবাদ মেডিকাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যা অধ্যাপনা কার্য্যে একজন মহিলা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পুরুষ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবেন। ভারতে ইহা এক নূতন ব্যাপার।

৯। জর্ম্মনির ভূতপূর্ব্ব সম্রাট ফ্রেডরিক ইংলণ্ডের কোম্পানির কাগজে দেড় লক্ষ পাউণ্ড বা ২২,৫০,০০০ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। উহা তাঁহার উইল অনুসারে তদীয় মহিষী এম্প্রেস ভিক্টোরিয়া আজীবন ভোগ করিবেন। এম্প্রেস তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে যাঁহাকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান, তিনিই তাঁহার মৃত্যুর পর উহা ভোগ করিবেন।

১০। কলাগাছ ম্যালেরিয়ানাশক, সুতরাং বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে কলাগাছ থাকিলে ম্যালেরিয়ার ভয় অনেকটা দূর হয়।

১১। জন ব্রাইটের জনৈক আত্মীয়া বিবী মুলার রুক্মাবাইকে ইংলণ্ডে নিজ গৃহে রাখিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বিবী মুলার রুক্মাবাইকে এক বৎসরকাল নিজ গৃহে রাখিবেন ও ৩,৫০০ টাকা তাঁহার ব্যয়ার্থ দিবেন। আরও কোন কোন মহিলা এরূপ সাহায্য প্রদানে সম্মত আছেন। সম্ভবতঃ রুক্মাবাই চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

১২। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজাম গবর্ণমেণ্টের বড় চেষ্টা দেখা যাইতেছে। নিজাম গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষিত হইবার জন্য কোনও মহিলাকে পনর হাজার টাকা ব্যয়ে ইংলণ্ডে পাঠাইবেন, এরূপ স্থির করিয়াছেন। তিনি ভালরূপ শিক্ষা করিয়া আসিলে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। উক্ত গবর্ণমেণ্ট আফজালগঞ্জ হাঁসপাতালে এক জন শিক্ষিতা ইংরাজ ধাত্রী ও ধাত্রীবিদ্যা অধ্যাপনার জন্য ডাক্তার কুমারী হোয়াইটকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তথায় অনেক দেশী স্ত্রীলোক চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষিতা হইতেছেন। ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষে অনেকগুলি পিতৃমাতৃহীনবালিকা নিজামের ব্যয়ে প্রতিপালিত হইতেছে; ওয়ারেঙ্গেলে নূতন হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়া এই সমুদায় বালিকাকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে।

ইতিমধ্যে হায়দ্রাবাদে যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে পুরুষ ছাত্রদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কুমারী ফর্দনসী প্রথম হইয়াছেন। সকল দেশীয় রাজাদিগেরই এ বিষয়ে নিজাম গবর্ণমেণ্টের অনুকরণ করা উচিত।

১৩। ইভনিং-নিউস বলেন যে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশসমূহে এখনও কন্যাহত্যা হয় বলিয়া সন্দেহ হইয়াছে। যে সমুদায় কুলে এ প্রথার অস্তিত্ব আছে এরূপ অনুমান হয়, আগামী শীত ঋতুতে তাহাদের লোকসংখ্যা আবার গণনা করা হইবে।

১৪। সিয়ালকোর্ট সহরে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার্থ একটী হাঁসপাতাল স্থাপিত হইবে। ঐ উপলক্ষে তথায় ১৮০০০৲টাকা ইতিমধ্যেই চাঁদা উঠিয়াছে।

১৫। চীনরাজ্যের রাজধানী পিকিনের পার্শ্বেই একটী বৃহৎ ঢালাইখানা আছে। সেখানে মিশ্রিত ধাতু লইয়া একটী বুদ্ধের মূর্ত্তি ঢালাই করা হইয়াছে। ঐ মূর্ত্তির দৈর্ঘ্য ৩০ হাত, কর্ণবিবরে একটী মানুষ স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকিতে পারে। হাত পা সবই অনুরূপ। বুদ্ধমূর্ত্তি তিব্বতের লামার বাড়ী আসিবে। লামা চীন সম্রাটের গুরু।

১৬। বিলাতে এক ৭২ বৎসরের বৃদ্ধার সহিত এক ২৫ বৎসরের যুবকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা একজন ডচেস, বিলক্ষণ সম্পত্তিপন্ন। বৃদ্ধার পুত্র কন্যা অনেকগুলি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী অপেক্ষা ১০ বৎসরের বড়।

তিব্বত।

ধর্ম্ম ও শাসন প্রণালী।

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত। উহার তিনটী শাখা। প্রথমটীর নাম পিয়ান্ বিন্, দ্বিতীয়টীর নাম লোহিত লামা সম্প্রদায়, তৃতীয়টীর নাম পীত লামা সম্প্রদায়। পিয়ান্ বিন্ ধর্ম্ম মত খ্রীষ্টাব্দের আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হয়, লোহিত লামাদিগের সম্প্রদায় ৭৫০ খৃঃঅব্দে উদিত হয়, আর পীত লামা সম্প্রদায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রথম উদ্ভূত হয়। পিয়ান্ বিন্ ধর্ম্ম তিব্বতের প্রাচীন ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তিত আকার মাত্র। এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায়। পিয়ান্ বিনদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহারা বলিয়া থাকে, ইহারা বৌদ্ধ মতাবলম্বী, কিন্তু ইহারা যে সকল দেব দেবীর পূজা করে তাহা হিন্দু দেব দেবী, এবং উহাদিগের সাজ সজ্জা হিন্দু দেব দেবীদিগের সাজসজ্জার

অনুরূপ। প্রতীতি হয় যে খৃষ্টাব্দের আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রচারিত হয়, এবং তৎকালে প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ পিয়ান্ বিন্ মতাবলম্বীগণ অনেকেই ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করে, কেবল অল্পসংখ্যক ব্যক্তি রাজার নির্যাতন সহ্য করিয়াও ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। পরে তাহারা মুখে আপনাদিগকে বৌদ্ধ মতাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু কার্য্যে প্রাচীন ধর্ম্ম মতানুযায়ীই থাকে। এইজন্য পিয়ান্ বিন্‌দিগের মধ্যে বৌদ্ধ মত কার্য্যতঃ খুব কম প্রচলিত দেখা যায়। লোহিত লামা সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে অনেক গুলি ছোট ছোট সম্প্রদায় আছে, তাহাদিগের পরস্পরের মতের মধ্যে কিছু কিছু অনৈক্য দেখা যায়। এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু পীত লামা সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণকে চিরকাল অবিবাহিত থাকিতে হয়। সকল দেশের চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী পুরোহিতদিগের ন্যায় ইহাদিগেরও সকলের চরিত্র বিশুদ্ধ দেখা যায় না। লামাগণ মঠেই অধিকাংশ সময় যাপন করে। পুরোহিত হইলেই যে লামা নাম গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহা নহে। ধর্ম্ম ও বিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকটী পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিলেই লামা নামের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ হইলেই যে গায়ত্রী জানিবে বা বিদ্বান হইবে এরূপ বুঝায় না, তিব্বত দেশে সেইরূপ লামা হইলেই যে বিদ্বান ও ধার্ম্মিক হইতে হইবে তাহা নহে। বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও অবিদ্বান ব্রাহ্মণের ন্যায় বিদ্বান লামা ও অবিদ্বান লামা আছে। মঠধারী লামাগণ প্রাতঃকালে ঢাক বাজাইয়া তৎপরে কিয়ৎক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। যাহার ইচ্ছা সে তাঁহাদিগের পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য মঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ভিন্ন মঠধারী লামাদিগের অন্য কার্য্য নাই। এক একটী মঠের লামাগণ অসচ্চরিত্র বলিয়া খ্যাত, কিন্তু সাধারণ লোক তাহাদিগকে কুচরিত্র জানিয়াও তাহাদিগকে ভক্তি করিতে বিরত হয় না। লামাগণ সাধারণের প্রদত্ত দানের উপর নির্ভর করিয়া মঠ রক্ষা করে, এবং আপনাদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করে। বৌদ্ধধর্ম্মের নৈতিক উপদেশ সকল অতি উচ্চ ও দুঃসাধ্য, সুতরাং ঐ সকল নীতি সকলের দ্বারা প্রতিপালিত হয় না। তিব্বতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রবেশ লাভ করিতে অসমর্থ হয়েন নাই, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত তিব্বতে কিছুমাত্র স্থান পায় নাই। তিব্বতীয়গণ সহজে স্বমত পরিত্যাগ করে না, করিলে রাজার ও সমাজের কঠোর নির্যাতন সহ্য করিতে হয়।

তিব্বতের যিনি রাজা, তিনি "তেশি লামা" বা সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত নামে খ্যাত। ইনি তিব্বতের পীত লামা-দিগের ধর্ম্মগুরু, কিন্তু লোহিত লামা ও পীত লামা উভয় সম্প্রদায়েরই রাজা। তিব্বতের সীমার বাহিরে মধ্য এসিয়ায় যত বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী আছে, তাহারা সকলেই ইহাঁকে গুরু বলিয়া সম্মান করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোমের পোপ যেমন সমস্ত ইয়োরোপের কেথলিক ধর্ম্মাবলম্বীগণের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, এবং তাঁহারা তাঁহারই আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিতেন, তেমনি তিব্বত ও সমগ্র মধ্য এসিয়ার বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণ এই "তেশি লামা"র আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে এবং তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থা অভ্রান্ত মনে করে।

তিব্বতের রাজা চীনের সম্রাটের অধীন। চীনের সম্রাটের অভিমত না হইলে কেহ তিব্বতের সিংহাসনে বসিতে পারেন না। চীনসম্রাট ইচ্ছা করিলে ইহাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন। তিব্বতের রাজার ভিন্নপ্রদেশীয় কোন রাজার সহিত কোন যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হইলে তাঁহাকে চীনের সম্রাটের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। তিব্বত রাজ্যের সহিত বিদেশীয় রাজাদিগের যে সম্বন্ধ, তাহা চীন সম্রাট কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়। তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরে চীন সম্রাটের একজন দূত আছেন। তিব্বত-রাজ সম্রাটকে স্বয়ং পত্র লিখিতে পারেন না। তাঁহার যাহা কিছু মন্তব্য ও বক্তব্য থাকে, তাহা এই দূতের দ্বারাই সম্রাটকে অবগত করাইতে হয়। তিব্বতাধিপতির চারিজন মন্ত্রী আছেন, ইহাঁদিগকে কালুনস্ বলা হয়। ইহাঁরা লামা বা পুরোহিত নহেন। ইহাঁরা মান্দারিণ্ অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনী ব্যক্তি। এই চারিজন মন্ত্রীর অধীনে ষোলজন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, তন্মধ্যে চারিজন যুদ্ধবিভাগের অধিনেতা, চারিজন রাজস্ববিভাগের নিয়ন্তা, এবং আটজন বিচারবিভাগের হর্ত্তা কর্ত্তা। তিব্বতীয়গণ বড়ই স্বদেশ-প্রিয়। ইহাদিগের সর্ব্বদাই ভয় যে কোন না কোন ইয়োরোপীয় জাতি ইহাদিগের দেশে ছলক্রমে প্রবেশ করিয়া ইহাদিগের স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম নষ্ট করিবে। এজন্য এ পর্য্যন্ত রুশ বা ইংরাজগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তিব্বত রাজ্যের মধ্যে কিছু মাত্র আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই।

রাজধানী লাসা নগর সুরক্ষিত। তিব্বতীয়গণ যুদ্ধে নিপুণ না হউক, কিন্তু যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নহে। লাসা নগরে চীন দেশীয় বহুসংখ্যক সৈন্য আছে। চীনসম্রাটের আদেশ অনুসারে ইহারা তিব্বত রক্ষার্থ যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

তিব্বতের রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। রাজনির্ব্বাচন প্রথা বড় কৌতুককর। তিব্বতবাসীদিগের বিশ্বাস

যে তেলি লামার অর্থাৎ রাজার আত্মা কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এক রাজার মৃত্যু হইলে, যে সময়ে রাজার মৃত্যু হইয়াছে ঠিক্ সেই সময়ে কাহার গৃহে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার অনুসন্ধান করেন, পরে যে সকল শিশু তৎকালে জন্মিয়াছে প্রমাণিত হয়, তাহাদিগকে একত্রিত করা হয় এবং বুদ্ধদেব বাল্যকালে যে সকল খেলনা লইয়া ক্রীড়া করিতেন এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন তাহা এক স্থানে রক্ষা করা হয়। উক্ত শিশুগুলির মধ্যে যে শিশু ঐ দ্রব্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক দ্রব্য হস্তে লইতে চেষ্টা করে, তাহাকেই মৃত রাজার আত্মার অধিকারী বলিয়া স্থির করা হয় এবং তাহাকেই রাজপদে নিযুক্ত করা হয়। এই রাজপদে নির্ব্বাচিত শিশুটী যতদিন নাবালক থাকে, ততদিন কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। তেলি লামা অষ্টাদশ বৎসরে বয়ঃ প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান "তেলি লামা" ১৮৭৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে তের বৎসর মাত্র।

মধুদ্রুম।

মধুদ্রুমের সাধারণ নাম মৌয়াফুলের গাছ, ইহা সাঁওতাল পরগণা বিশেষতঃ পালামৌ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই বৃক্ষের গুণ ও শক্তি অসাধারণ; এরূপ অসাধারণ প্রকৃতির বৃক্ষ এ প্রদেশে অতি কম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল, বল্কল, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গুণ ধারণ করিয়া থাকে, এজন্য ইহাকে হিন্দিতে কেহ কেহ "গুণিয়া" বলিয়া অভিহিত করেন। জগদীশ্বর জীবকুলের রোগ নাশন ও সুখ স্বচ্ছন্দতার সম্বর্দ্ধন জন্য পৃথিবীর কত স্থানে কত প্রকার তরুলতার সৃষ্টি করিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? ফলতঃ তাঁহার সৃষ্টির কিছুই অনর্থক নহে; অভ্রভেদী অত্যুচ্চ মহীরুহ হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘাসটি পর্য্যন্ত জগতের প্রভূত হিতের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; অণুচৈতন্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব সহজে কি তাহা বুঝিতে পারিবে? এই জন্যই উদ্ভিদবিজ্ঞানের আলোচনায় মানবের পরমায়ু সম্বর্দ্ধিত হয় এবং মানব ভক্তিভরে আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিতে শিখে। প্রস্তাব শীর্ষোক্ত বৃক্ষের অসাধারণ গুণ পাঠিকারা একবার পাঠ করিয়া দেখুন।

মৌয়াগাছের আবাদ ও প্রচলন এদেশে অতি পুরাকাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে দিন হইতে অর্থলোলুপ বণিকশ্রেষ্ঠ ইংরাজ জাতি

ইহার ফুল হইতে মদ প্রস্তুত হয় ইহা জানিতে পারিয়াছেন, সেই দিন হইতে ইহার গৌরব সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আবগারী-দৈত্যদিগের একণে পরীক্ষার বিষয় এবং বিভাগীয় কমিশনরগণের রিপোর্টের অন্যতম সামগ্রী। জমিদার ও বণিকদিগের ইহা অন্যতম আয়োপায়। সাঁওতালগণের পক্ষে মোয়াগাছ অমূল্য সম্পত্তি; ইহা তাহাদের সুখ, আরাম, আয় ও জীবিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইহা তাহাদের ব্যবহারের সামগ্রী। এই জন্য এই বৃক্ষকে তাহারা পবিত্র ও পূজনীয় বলিয়া জ্ঞান করে। ইংরাজ জাতি এই গাছের উপর একবার ট্যাক্স বসাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়া সমগ্র সাঁওতাল জাতি ক্রোধান্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠে; প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের ইহা অন্যতম কারণ। বর্ষে বর্ষে যখন মোয়াগাছ 'জমা' দেওয়া হয় এবং পাট্টার দ্বারা ইহার 'বিলী' হয়, তখন দলে দলে সাঁওতাল আসিয়া একত্রিত হয়। নিলামের সময়ে সাঁওতালদিগের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিলে মনে কৌতুক ও আনন্দের সঞ্চার হয়।

মোয়াফুল সজিনা বা সেফালিকার ন্যায় ঝরিয়া পড়ে। প্রাতঃকালে বৃক্ষতল একেবারে ঐ ফুলে পরিপূর্ণ হইয়া শোভা বিস্তার করে। সহস্র সহস্র মক্ষিকা সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং গুণ গুণ স্বরে দিগদিগন্ত নিনাদিত করে। ফুলের গন্ধ অন্যান্য সুবাসিত কুসুমের ন্যায় মনোহর নহে; আস্বাদন করিলে ফুলকে কষায় মধুর বলিয়া বোধ হয়। পাতার স্বাদ কিছু অম্ল, কিছু তিক্ত, কিছু মিষ্ট। মোয়াফুলে উত্তম মদ্য প্রস্তুত হয়, এই মদ্য সুস্বাদু এবং মত্ততাজনক, কিন্তু অন্যান্য মদে যেমন সুরাপায়ীর উদর নামক বৃহৎ গহ্বরে প্লীহা যকৃৎ নামধেয় প্রস্তরবৎ মারাত্মক পদার্থের সৃষ্টি করে ইহাতে সেরূপ করে না। মোয়াফুলের মদ ক্ষুধাজনক, মাদক, স্নিগ্ধকর, পাচক, বিবিধ রোগনাশক অথচ বিস্বাদু বা উগ্র কিম্বা পানের পক্ষে কষ্টদায়ক নহে। বৈদ্যক শাস্ত্র মতে এই মদের অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। "তৃষ্ণাশোষশমনত্ব, স্নিগ্ধত্ব, পিত্তনাশিত্ব, রসপাকে মধুরত্ব, সুখদায়িত্ব, বলকরত্ব, বীর্য্যবর্দ্ধনত্ব, পিত্তপীনসতৃষ্ণাস্রবিদাহভ্রান্তি-শোষ-শমনত্ব, সন্তাপহারিত্ব, অরোচক-নাশিত্ব, স্বাদুত্ব, জরঘ্নত্ব, ইত্যাদি।" যাহাহউক ইহাতে যখন মাদকতা আছে, তখন ঔষধার্থ ভিন্ন ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রথমে ফুলের কথাই বলিব। ফুলের মদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফুলের মধুর কথা একণে বলিতেছি। এই মধু পদ্ম মধু অপেক্ষাও অত্যন্ত হিতকর এবং পদ্ম মধুর পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার বিধান আছে। চক্ষু রোগের পক্ষে এই মধু

অতিশয় উপকারী। রৌদ্রে গরম বা শুষ্ক করিয়া শিশা বা বোতলের মধ্যে অধিক দিন রাখিলেও পচিয়া দুর্গন্ধ হয় না। ফুলগুলি ঘৃতে ভাজিয়া অর্শ রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে তিন চারি মাস খাইতে দাও, তাহার প্রবল অর্শ লুপ্ত হইয়া যাইবে। মান্দ্রাজী ডাক্তারেরা প্রায়ই ইহা ব্যবহার করেন এবং এই জন্যই সাঁওতালদিগের মধ্যে বুঝি অর্শ রোগের অস্তিত্ব নাই। পুষ্পগুলি বিছানার পার্শ্বে বা গৃহে রাখিলে সর্প ভয় দূর হয়। আজি পর্য্যন্ত কেহ মৌয়াগাছের শাখায় বা তলদেশে সর্প দেখেন নাই। মৌয়া ফলের অতি উৎকৃষ্ট মোরব্বা এবং অম্ল মধুর "চাট্‌নি" বা "আচার" তৈয়ার হইয়া থাকে। ইহার কাশিন্দা অতীব মুখরুচিকর এবং জারক। ফুল শুখা-ইয়া রাখিলে গুড়ের কার্য্য করে এবং অরুচিগ্রস্তা গর্ভিণী রমণী অথবা পুরাতন জ্বরভোগী পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত উপা-দেয় উপকরণ বলিয়া গৃহীত হয়।

মৌয়াগাছের মূল নানা ঔষধে ব্যব-হৃত হয়, এবং শুষ্ক করিয়া অগ্নিতে ইহাকে ভস্ম করিতে পারিলে ঐ ভস্ম শস্য ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম "সার" বলিয়া বিক্রীত হয়। মৌয়া গাছের বল্কল অনন্তমূল বা সালসার কার্য্য করে, ইহা কেবল রক্তপরিষ্কারক নহে, জ্বর চর্ম্ম-রোগ প্রভৃতি নিবারণের পক্ষেও মহৌ-ষধি। ইহার পত্রে রং প্রস্তুত হয়। স্বর্ণভস্ম, পারাভস্ম, হরিতাল জারণ প্রভৃতি মহৌষধি প্রস্তুত কালে কোমল প্রকৃতির লঘু কাষ্ঠের প্রয়োজন হইলে ইহার শাখা পোড়াইয়া তজ্জনিত অগ্নি দ্বারা ঐ ঔষধি প্রস্তুত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন এই গাছ শোভাময় ও ইহার বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। ইহার মূল্যও অধিক নহে।

পাঠক পাঠিকারা উদ্ভিদ তত্ত্বের আলোচনা করিলে অথবা নানাস্থান ভ্রমণ করিলে কিম্বা ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় আসিয়া কিছুকাল বাস করিলে এই প্রকার বহুবিধ তরু-লতার আশ্চর্য্য গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইহাতে যেমন আনন্দ ও কৌতুকের উদয়, হইবে, তেমনি ঈশ্বরের মহিমার পরিচয় পাইয়া মন ভক্তি রসার্দ্র হইবে এবং এই সকল উপ-কারের সঙ্গে সঙ্গে, রোগ নাশক এবং স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধক বহুবিধ উপায়েরও আবিষ্কার হইতে পারিবে।

পেনসিলভেনিয়া স্ত্রী মেডিকেল কলেজ।

৩৮ বৎসর হইল ইউনাইটেড ষ্টেটের ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে এই চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ছাত্রী সংখ্যা ১৬৩রও অধিক। ছাত্রী-দিগকে ৩ বৎসর নিয়মিত রূপে অধ্যয়ন করিতে হয়; আর এক বৎসর কাল

পাঠ ইচ্ছাধীন রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসর শীত ও বসন্ত এই দুই অয়নে (term) বিভক্ত এবং প্রত্যেক অয়নে এক এক প্রস্ত বক্তৃতা দেওয়া হয়। পরীক্ষা মৌখিক প্রতি সপ্তাহে হইয়া থাকে, এক এক প্রস্ত বক্তৃতার পর লিখিত পরীক্ষা হয়। ছাত্রীদিগের বয়স সচরাচর ২৪ হইতে ৩০ বৎসর। সমুদয় বক্তৃতা শুনিতে প্রায় ৬০০ টাকা ব্যয় হয়। কলেজের সঙ্গে হাঁসপাতাল, পাঠাগার, মিউজিয়ম, লেবরেটরী ও ছাত্রী-সমাজ আছে, তজ্জন্যও কিছু কিছু ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। সুযোগ্য ছাত্রী-দিগকে ছাত্রীবৃত্তি দানের ব্যবস্থা আছে। আর যাঁহারা চিকিৎসা দ্বারা প্রচারিকার কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অর্দ্ধ ব্যয়ে বক্তৃতা শুনিবার অধিকার পান। রসায়ন, শারীরস্থান, শারীর বিধান, স্বাস্থ্যরক্ষা, ভৈষজ্যতত্ত্ব, রোগনিদান, অস্ত্রচিকিৎসা, শিশুচিকিৎসা, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রীগণ এম ডি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গত ১৫ই মার্চ্চ এই উপাধি বিতরণের এক সভা হয়, তাহাতে মরিস পেরট সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন এবং ২৭টী রমণীকে এম ডি উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। এই কলেজ হইতে বর্ষে বর্ষে এইরূপ বহু-সংখ্যক চিকিৎসাবিদ্যা পারদর্শিনী রমণী বাহির হইতেছেন এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে পুরুষ ডাক্তারদিগের সহিত তুল্যাধিকার পাইয়া কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিতেছেন। এই কলেজের অধ্যক্ষ সভায় ও অধ্যাপক দলে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই আছেন এবং পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও অতি দক্ষতা সহকারে কলেজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পেনসিলভেনিয়া চিকিৎসা শিক্ষালয়ের পাঠ্য ও পাঠকাল আমাদিগের কলিকাতা মেডিকেল কলেজ অপেক্ষা কম এবং তথায় ২।৩ বৎসরের মধ্যেই এম ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহাতে বড় সুবিধা। মহারাষ্ট্রীয় রমণী আনন্দী বাই যোশী এই সুবিধা গ্রহণ করিয়া দুইবৎসরান্তেই এম ডি উপাধি লাভে সমর্থ হন। আর কোন ভারতমহিলা কি তাঁহার সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন না?

এই উপলক্ষে আমাদিগের একটী প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা হয়। কলিকাতায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র মেডিকাল কলেজ স্থাপিত হউক। এখন চিকিৎসা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু কলিকাতা মেডিকাল কলেজের নিয়ম ও ব্যবস্থার অধীন হইয়া যে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক শিক্ষিত বা উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প। এখন স্ত্রীডাক্তারের অভাব যেরূপ অনুভূত হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা

শিকার অনুরূপ বন্দোবস্তের প্রয়োজন বোধ হয়। আমরা আশা করি লেডী ডফারিণ যে নূতন স্ত্রী-হাসপাতাল খুলিবেন, তাহার সহিত একটী স্ত্রী-মেডিকাল কলেজের সূচনা হইবে। ইহা হইলে দেশের যথার্থ অভাব মোচন হইবে এবং তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে।

বিষয় বিজ্ঞান।

চাসের একটী কথা।—কতকগুলি শস্য একত্রে হয় দেখিয়া অনেক কৃষক মনে করেন,যে যে কোন ফলমূলের গাছ একত্রে আবাদ করা যাইতে পারে। সেটী আমাদের ভ্রম বলিয়াই বোধ হয়। আশুধান্তের সহিত অরহর, অরহরের সহিত কলায় বা মুগ, মুগ বা কলায়ের সহিত কার্পাস, বেগুনের সহিত আদা, কলার সহিত আম্র কাঁটাল, আম্র কাঁটালের সহিত আনারস ইত্যাদি অনেক গুলি শস্য একত্র হইয়া থাকে। কিন্তু দুই বা তদধিক প্রকারের লতানে গাছ একত্রে আবাদ করিলে তাহাতে উত্তম রূপ শস্য হয় না। আমরা ঝিঙে, শসা, দেশীকুমড়া, শিম, করলা ইত্যাদি এক স্থানে রোপণ ও এক মাচায় তুলিয়া দিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে ফল হয় নাই। অধিকন্তু বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ পরস্পরের সংসর্গে কেহই সতেজ হইতে পায় নাই। ঐ সকল গাছের মধ্যে যেটী পৃথক্ ভাবে এক দিকে যায়, সেটী যথেষ্ট শস্য প্রসব করে। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটী কি কৃষক কি গৃহস্থ, সকলেরই মনোযোগের বিষয়।

বাহিরে তাপ ভিতরে শুকা। —যেমন গৃহের বাহিরে রৌদ্র হইলে অভ্যন্তরের আর্দ্র বস্তু শুষ্ক হয়, তেমনি বাহিরে বৃষ্টি হইলে ভিতরকার শুষ্ক বস্তু আর্দ্র হইয়া যায়। শীতকালে কি বাহিরে, কি ভিতরে, সর্ব্বত্রই সকল বস্তু শুষ্কভাব ধারণ করে; এবং বর্ষাকালে ভিতর বাহিরে শুষ্ক বস্তু আর্দ্র হয়। একদা বর্ষাকালে কোন নৈয়ায়িক অধ্যাপকের একটী বালিকা কন্যা তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,"বাবা, শীতকালে তোমার কৌটার আফিং কত শক্ত ছিল, কত ঘসিয়া ঘসিয়া জলে গুলিতে; আর এখন তোমার আফিং যেন কালরঙের পাতলা আটা হইয়াছে। শীতকালে আমার নারিকেল তেলের বোতল রৌদ্রে দিয়া গলাইতে হইত; আর এখন সেই তেল সর্ব্বদাই পাতলা, জলের মত। আর এখন টিকিটের খামগুলা এমন যোড়া লাগিয়া থাকে যে, খুলিতে ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু খামের গায়ে জল লাগে নাই, উহা বাক্স মধ্যে ছিল। মা একখানা মিছরির মত শক্ত খেজুরে গুড়, কাদা দিয়া মুখ

আঁটিয়া আলমারির মধ্যে রাখিয়াছিলেন, এখন সেই গুড় গলিয়া যেন গুড়ের সরবৎ তৈয়ার হইয়াছে। কেন বাবা, এমন হয় ?"

নৈয়ায়িক অধ্যাপক মহাশয় কিয়ৎ কাল বালিকার মুখের প্রতি একদৃষ্টিতে মুখ বাদান করিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তুই এখন খেলা করিতে যা, আমি ঠাকুর পূজা করি।" বালিকা একটু অপ্রতিভ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে তাহার একটী ভ্রাতা সেই স্থানে আসিল। সে বাহির হইতে তাহার ভগ্নীর কথা শুনিয়াছিল। সে বাঙ্গালা পাঠশালায় পড়ে। পদার্থ বিদ্যার কয়েক পাত তাহার পড়া হইয়াছিল। পিতা তাহার ভগ্নীর কথার উত্তর দিতে পারিলেন না বুঝিয়া ভগ্নীকে কহিল,—"আয়, আমি তোকে বুঝাইয়া দি। যে বস্তুর ভিতর দিয়া তাপ ও শৈত্য গতাগতি করিতে পারে, তাহাকে পরিচালক কহে। বাতাস একটী প্রধান পরিচালক পদার্থ। বাতাসের আর দুইটী গুণ আছে—বিস্তৃতি ও দ্রুতগতি। পৃথিবীতে এমন শূন্য স্থান নাই, যেখানে বায়ু নাই, বা বায়ু যাইতে পারে না। আমরা যে সকল স্থানকে শূন্য মনে করি, তাহা বায়ু দ্বারা পূর্ণ। ঘরের মধ্যে কি ? ঘরের মধ্যে যে সকল পেটরা-বাক্সাদি থাকে, তাহার মধ্যেও বায়ু আছে। এমন কি আমাদের উদর মধ্যেও প্রচুর বায়ু আছে। এই বায়ু শীতকালে শীতল ও শুষ্ক এবং গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও সজল থাকে। বায়ুর বিস্তৃতি ও পরিচালকতা শক্তি বশতঃ বায়ুতে যখন যে ভাব উপস্থিত হয়, তাহা সর্ব্বত্রই সমান, কেননা ভূপৃষ্ঠের যেখানে যত বায়ু আছে সকলই পরস্পর সংযুক্ত। এই জন্যই শীতকালে শুষ্ক বায়ু সংসর্গে সকল বস্তু শুষ্ক এবং গ্রীষ্মকালে সজল বায়ুর সংসর্গে সকল বস্তু তরল হয়। শীতকালে শীতল বায়ুর স্পর্শে তৈলাদি জমিয়া যায় এবং গ্রীষ্মকালে বায়ুর উত্তাপেই ঐ সকল স্নেহ পদার্থ গলিয়া থাকে। বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে গৃহ মধ্যে জল রৌদ্র শৈত্য ও শুষ্কতা প্রবেশ করিয়া গৃহ মধ্যেও বাহিরের ন্যায় পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। এখন আফিং, গুড়, পত্রের থামের কথা বুঝিলি ?"

ভগ্নী কহিল—"দাদা, তুমি এলোমেলো অনেক কথা বলিলে, আমি একবার মাকে জিজ্ঞাসা করব।"

ভ্রাতা কহিল,—"তবে তুই অধঃপাতে যা, আমি চলিলাম।" বলিয়া বেগে প্রস্থান করিল।

———:•:———

সাধের মরণ।

"কি জানি যদি মা একটী সন্তান
জেগে উঠে শুনি এ বীণা-তান"
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১

এক বীণা গাহিছে কি গান,
আকাশ ছাপায়ে দেছে তান,
এ গান শুনিতে হায়
লক্ষ তারা কেন চায়!
শিহরি উঠিছে কেন এ নির্জ্জীব প্রাণ!
জননি জনম ভূমি!
শুনিছ কি গান তুমি,
যে গীতি ঢালিছে তব স্নেহের সন্তান?

২

অই শুন :—
মরণের বায়ু বয়ে যায়,
কে তোরা মরিতে যাবি আয়!
অই দেখ ঘরে ঘরে,
কত কে কাঁদিয়া মরে,
অনেক কাঁদিছে ওরা অসহ জ্বালায়,
নীরবে কাঁদিবে যারা
বিজনে কাঁদুক তারা;
আয় কে ডুবিতে যাবি সাগর-তলায়।

৩

মরিবার সাধ কার আছে,
কে যাবিরে মরণের কাছে?
মায়ের নয়ন জল,
ভাই বোন হতবল,
খেতে না পাইয়া শিশু ভূমে পড়ি আছে,
মুখেতে তুলিতে গ্রাস
মরমে জনমে ত্রাস—
আগেতো মরিব আমি তোরা আয় পাছে।

৪

শুয়েছি তো মরণের দ্বারে,
নিতান্ত ছুঁইতে হবে তারে।
তবে রে কিসের লাগি,
দিবা রাতি ভিক্ষা মাগি,
কেন রে কাঁদিবে মাতা এ সহস্র ধারে?
আর কি চাহিব ছাই,
মরিতে যেতেছি ভাই,
আসুক সে সাথে সাথে ভাল বাসি যারে!

৫

আমি গাই মরণের গান,
তোরাও মিশায়ে দে'না তান?
"বন্দে মাতরং" গেয়ে,
চল রে পড়িব ধেয়ে,
করিব জীবন ব্রত শুভ অবসান;
সময় ফুরায়ে যায়,
কে আসিবি ত্বরা আয়,
হৃদি রক্তে মাতৃস্নেহ দিবি প্রতিদান!

৬

কপালে যা আছে তাই হবে,
মরণ বিমুখ কারে কবে?
ভীষ্ম দ্রোণ সূর্য্য-সুত,
প্রতাপাদি রাজপুত,
দেখ না কেমনে প্রাণ তেয়াগিল সবে,
মরেছে কি সুখে মরি!
দুর্গাবতী ঝাঁসীশ্বরী!
আমাদেরি কথা কিরে কথা শুধু রবে?

৭

কত জন ম'ল মা'র তরে,
মোরা সবে ঘুমাব কি করে ?
এ দগ্ধ হৃদয় দিয়া
উঠে নাকি উথলিয়া,
মায়ের নয়নে নিতি কত জল ঝরে,
পাপ তাপ পূর্ণ হয়
ভাই বোন পর পর,
কলঙ্ক-কালিমা মাখা পাঁজরে পাঁজরে !

৮

একবার ম'লে যদি হায়
এত জ্বালা জুড়াইয়া যায়,
এখনি মরিয়া ভাই
ওপারে চলিয়া যাই,
চল করি প্রণিপাত জননীর পায় ;
(শুধু অশ্রু হাহাকার
চাহি না ছাড়িতে আর !
এ জড় জীবন বয়ে কাঁদাবে কি মা'য় ?)

৯

কে তোমরা আমিরে তা জানি
মুখ ফুটে, সরমে, বলিনি,
এ যে অন্ন বস্ত্র হীন
ভিখারী কাঙ্গালি দীন,
তাবলে কি ভুলে গেছি জীবন কাহিনী ?
দেবতার অস্থি দিয়া
গঠিত তোদেরি হিয়া
বহিছে অমর রক্ত ও ছিন্ন ধমনী !

১০

কর দেখি অতীত স্মরণ,
তোমাদেরি অধীন মরণ,
"সপ্ত সিন্ধুময়ী ধরা"
ছিল যাঁর কীর্ত্তি ভরা,
সেই পুজ্য আর্য্যকুল তোদেরো জনন !
আজ যে মরণ তরে
কত জন কেঁপে মরে,
সেই মৃত্যু ছিল তাঁর প্রিয় আভরণ !

১১

তাই—
আমাদের মরণ পিপাসা,
মরণে প্রাণের ভালবাসা।
বুকের ভিতর ঢালা
অনন্ত অসীম জ্বালা,
একটু একটু করে সরে গেছে আশা,
এখন উন্মত্ত প্রাণে
চেয়ে আছি শূন্য পানে
বুঝিতে একটী বার মরণের ভাষা !

১২

এ বিষাদ "আহা" "উহুঃ" রব
পলকে নিভিয়া যাবে সব,
লয়ে এই রক্ত বিন্দু
অনন্তে বহিবে সিন্ধু,
ফুটিবে অযুত তারা আভা ঢালি নব,
হৃদি পিণ্ড উপাড়িব
বজ্রানলে ফেলি দিব,
মায়ের এ অশ্রু কিরে বেঁচে থেকে স'ব ?

১৩

অই দেখ জীবন বেলায়
মরণের তরঙ্গ খেলায়,
এক্ষুদ্র বালুকা কণা
সে স্রোতে কি ডুবিবে না,
রাখিবি এ পরমাণু বেঁধে কি ভেলায় ?
জানে না অবোধ হায়,
তবুও ফিরিতে চায় !
কি জানি কিসের নেশা এতই ভুলায় !

১৪

আয় যাই সমাকুল চিতে
মরণেরে ডাকিতে ডাকিতে,
এক সুর এক রবে
গাহিব আমরা সবে
"বন্দে মাতরং" গাথা মরিতে মরিতে।
শুনিতে অন্তিম তান
উথলিবে মা'র প্রাণ,
সে গীতি আকাশে যাবে ভাসিতে ভাসিতে।

১৫

দেবতারা আশীর্ব্বাদ দিবে,
নব প্রাণ ফিরিয়া আসিবে,
পবন প্রবল বেগে
উড়াবে কুয়াসা মেঘে,
সুখের তপন ফিরে গগনে উঠিবে,
জননী পাইয়া বল
মুছিবেন আঁখি জল,
কি শুভ মরণ যাহে এ সুখ ঘটিবে!!

নারীচরিত।

কাউণ্টেস ওয়ারিক মেরী।

ইনি দানধর্ম্মে ও সাধু চরিত্রে ইংরাজ ধনাঢ্য রমণীদিগের মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁর পিতা কর্কের প্রথম আরল [রিচার্ড বয়েল একজন স্বনামধন্য পুরুষ। তিনি সম্ভ্রান্তবংশে জন্মিলেও কনিষ্ঠ পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া পিতৃ পিতামহদিগের কোন ধন সম্পত্তির অধিকারী হন নাই। প্রত্যুত তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। কিন্তু দুঃখ কষ্টে অবসন্ন হইয়াও "ঈশ্বরের করুণা আমার বিষয় সম্পত্তি" তিনি এই বাক্য সার করিয়াছিলেন এবং পরে পরিশ্রম, সাধুতা ও সদ্বিবেচনা গুণে প্রভূত সম্পত্তি ও মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু জীবনের প্রারম্ভে দুরবস্থার মধ্যে তাঁহার যে সাধুতা ও নম্রতা শিক্ষিত হইয়াছিল, সৌভাগ্যের পূর্ণাবস্থাতেও তাহার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও দারিদ্র্যে অর্জ্জিত উল্লিখিত সারবাক্য আপনার প্রাসাদে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়াছিলেন। কেবল তাহা নয়, তাঁহার সমাধিস্তম্ভে ঐ কথা লিখিয়া রাখিতে আদেশ দেন।

এ প্রকার সাধু পিতার কন্যা যে ধর্ম্মশীলা হইবেন আশ্চর্য্য নহে। রিচার্ড বয়েলের ১৫টী সন্তান, তন্মধ্যে মেরী ত্রয়োদশ। উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাতেও তাঁহার চিত্ত সমুন্নত হইয়াছিল। তাঁহার সহোদর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্ম্মপরায়ণ রবার্ট বয়েল এবিষয়ে অনেক সহায়তা করেন। নির্জ্জন বাস ও সাংসারিক কতকগুলি দুর্ঘটনাতে তাঁহার ধর্ম্ম প্রকৃতি গঠনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তিনি সাংসারিক আমোদ মৃত্যু হয়। কাউণ্টেস বৈধব্য দশায়

প্রমোদ হইতে দূরে থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা ও পর সেবা পরম প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। প্রার্থনাকে তিনি জীবনের আরাম ও অবলম্বন বলিয়া অভিহিত করিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুই ঘণ্টা কাল তিনি ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। রবিবার অন্য কর্ম্ম করিতেন না, তাহা কেবল ধর্ম্ম সাধনের জন্য জানিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করিতেন। ধর্ম্মবিষয়ে কাহারও শিথিলতা দেখিলে তিনি তাহার অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন, কিন্তু ধর্ম্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা দূরে পরিহার করিতেন। তাহার সহিত কথোপকথনে লোক প্রীত ও উপকৃত হইত, কারণ তিনি অজ্ঞাতসারে সদুৎসাহ ও পবিত্রতার ভাব মনোমধ্যে উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেন। "কাহারও বিষয়ে কিছু মন্দ বলিও না" এই কথা তিনি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। অন্যের দোষ লঘু ও গুণ ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল, যে স্থলে অপরের প্রশংসা করিতে পারিতেন না, মৌন ভাব অবলম্বন করিতেন। পিতৃ মাতৃ ভক্তি ও পতিসেবায় তিনি আদর্শ দুহিতা ও আদর্শ ভার্য্যা, স্নেহ ও সৌজন্যে সহৃদয় ভগিনী, এবং ত্যাগ স্বীকার ও বিশ্বস্ততায় পরম সুহৃৎ ছিলেন।

ওয়ারউইকের আরল চার্লসের সহিত এই গুণবতী রমণীর শুভ পরিণয় হয়। ইহাতে তিনি কাউণ্টেস ওয়ারিক নামে আখ্যাত হন। তাঁহার স্বামী তাহার গুণের বিশেষ সমাদর করিতেন এবং তাহার পরহিতৈষণায় মুগ্ধ হইয়া আপনার সম্পত্তি দান ধর্ম্মে নিয়োজিত করেন। তিনিও স্বামীর সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি করিতেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তায় ত্রুটি করিতেন না। কাউণ্টেস স্বামীর জীবদ্দশায় আপনার ইচ্ছামত ব্যয়ের জন্য নিয়মিত অনেক টাকা পাইতেন। এক দিন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন তাহার বাৎসরিক আয় হইতে কত টাকা দরিদ্রদিগের জন্য রাখা উচিত। মন্ত্রী বলিলেন "সাত অংশের একাংশ।" দয়াবতী রমণী বলিলেন, অন্ততঃ তিন অংশের এক অংশ ব্যয় না করিলে আমার মন পরিতুষ্ট হয় না। অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়েও এটাকা কখনও কমাইতেন না।

ঈশ্বরের অনুকম্পায় ইঁহার একটী পুত্র সন্তান হয়। তাহার চরিত্র সুন্দররূপে গঠন করিবার জন্য জননীর প্রাণের বড় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্বর্গের কুসুম যিনি দিয়াছিলেন, মুকুলেই তিনি হরণ করিলেন। কাউণ্টেস শোকবেগ সংবরণ করিয়া তিনটী বালিকাকে কন্যারূপে বরণ করিলেন এবং তাহাদিগের লালন পালন ও শিক্ষা বিধানে নিযুক্ত হইয়া অন্তরের দুঃখ নিবারণ করিলেন। এই কন্যাত্রয় তাঁহার আশার উপযুক্ত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে আরল ওয়ারিকের

৫ বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই সময়ে তিনি স্বামীর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া এক জন উচ্চপদস্থ লোকের মন্তব্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন। ঐ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "ওয়ারিকের আরল সৎকার্য্যের জন্যই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন।" অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে তাহার ক্ষণমাত্র ইচ্ছা ছিল না। পরোপকার ও দানব্রতে ব্যয় না করিলে ইহা একটী দুর্ব্বহ ভার বলিয়া তাঁহার অনুভব হইত। দানকার্য্যে অধিকতর তৎপর ও নিয়মবদ্ধ থাকিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতেন ঃ—

যে সকল লোকের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল এবং স্বভাবসিদ্ধ লজ্জাশীলতা বশতঃ সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারিতে না, তিনি তাহাদিগকে বিনয়ের সহিত এরূপ ভাবে সাহায্য করিতেন, যাহাতে তাহাদিগের মনে কোনও রূপ কষ্ট না হয়। তাঁহার ব্যবহারে অনায়াসে অনুমিত হইত যে তিনি ধন্যবাদের আশা করেন নাই, দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের সেবা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মের জন্য যে সকল লোক স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে তিনি সম্মান, আদর ও প্রতিপালন করিতেন, এমন কি কর্ম্ম জুটাইয়া দিতেন, যদ্দ্বারা তাহারা চিরকাল আপনাদিগের ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিতে পারে।

সামান্যাবস্থ অথচ সচ্চরিত্র ধর্ম্ম পরায়ণ উচ্চ শিক্ষার্থীদিগকে তিনি আপনার খরচে বিশ্ববিদ্যালয়ে ত পড়াইতেন; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অভাব দূরীকরণার্থ ২০।৩০ পাউণ্ড করিয়া প্রতি বৎসর বৃত্তি প্রদান করিতেন।

দরিদ্র বালকবালিকাগণের অন্তঃকরণে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান করাইয়া শিক্ষার সমস্ত ব্যয় এমন কি সময়ে সময়ে অশন বসনের ব্যয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিতেন। এই দান কার্য্যটি তাঁহার অতি প্রিয় ছিল এবং অনেক দূর দেশবাসীদিগের প্রতিও এরূপ অনুগ্রহ বিস্তার করিতেন।

যাজকগণ যে কোন মতাবলম্বী হউক না কেন, তাহাদিগের অবস্থা সচ্ছল না হইলে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইতেন।

সর্ব্বশেষে আমরা নৈমিত্তিক আবেদনকারিগণের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ইহাদিগের দ্বারা তিনি সর্ব্বদা প্রতারিত হইতেন; তথাপি তাঁহার হিতৈষণার খর্ব্বতা দৃষ্ট হইত না। তিনি বলিতেন যে, একজন যোগ্য পাত্র যথার্থ দুঃখীকে বিমুখ করা অপেক্ষা দশ জন বঞ্চক দ্বারা প্রবঞ্চিত হওয়া ভাল। তাহারা আমাকে প্রবঞ্চনা করিবে, কিন্তু ঈশ্বরের নামে এক মনে যাহা আমি করিব তাহা কখনই অসার্থক হইবে না।

গরিব প্রতিবাসিগণ পীড়িত হইলে

তিনি ঔষধ দান করিতেন এবং তাহাদিগের গৃহে গৃহে গমন করিয়া উপদেশ ও সান্ত্বনা দিতেন। রোগশয্যা ও পর্ণকুটীরে ধর্ম্মোপদেশ দান করিবার জন্ম গমন করিতেন। উইলে ইহাদিগের নিমিত্ত সাহায্যের বন্দোবস্ত, এবং ১০০ একশত পাউণ্ড ইহাদিগকে বিতরণ করিতে আদেশ করেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি আপনার প্রজাবর্গের অবস্থা বিশেষরূপে অবগত থাকিতেন। যদি কাহারও কোন বিশেষ ক্ষতি হইত, তিনি খাজনা কমাইয়া ঐ ক্ষতি পূরণ করিতেন। তাহাদিগের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল জন্ম বিশেষ যত্নবতী হইতেন। যাহাতে তাহারা হৃষ্টচিত্তে স্বর্গীয় পিতার সেবায় আপনাদিগকে নিয়োজিত রাখিতে পারে এই উদ্দেশে স্ব স্ব অবস্থায় সর্ব্বদা পরিতুষ্ট হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। ধার্ম্মিক পরিবারের গৃহকর্ত্রী হইবার আশা তাঁহার অন্তরে সাতিশয় বলবতী ছিল। এই হেতু তিনি সকলের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধনে আপনাকে দায়ী মনে করিতেন। উত্তম ধর্ম্মবিষয়ক ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ সকল তিনি বাটীর এমন স্থানে রাখাইতেন, যাহাতে সকলে ইচ্ছামত ও সুবিধামত অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হয়। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিই তাঁহার শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শান্তিময় মৃত্যু ইঁহার আদর্শ জীবনের পরিণাম। তিনি যে অল্পকাল পীড়িতা ছিলেন, তাহা প্রফুল্ল মনে কথোপকথনে ক্ষেপণ করেন। পরে বিশ্বপতির সুধামাখা নাম লইতে লইতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। পুণ্যাত্মার মৃত্যু এইরূপই হইয়া থাকে। ক্ষণস্থায়ী জগৎ, ক্ষণস্থায়ী জীবন। মানব! যাহা সার, তাহা চিনিতে পারিলে না, বুঝিতে পারিলে না—মোহে অন্ধ হইয়াছ। পর-হিতসাধন, সৎপথালম্বন ও ঈশ্বরে প্রীতিই যে সার ধর্ম্ম, তাহা আর অধিকতর বিশদরূপে বলিবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু তাহা ওয়ারিকের কাউণ্টেসের জীবনে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইঁহার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কি তোমার চিত্তমুকুরে একটী রমণীয় পুণ্যের ছবি প্রতিফলিত হইবে না?

আহার ও পাক।

(প্রথমপ্রস্তাব)

শরীর রক্ষার জন্ম আহারের নিতান্ত প্রয়োজন, আহার ভিন্ন সংসারী জীব কোনও মতেই প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম হয় না, এ জন্ম প্রতিদিন আহার করা

আমাদের একটি অতীব আবশ্যক ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু আমাদিগের আহার্য্য বস্তু সমূহের মধ্যে এমন অনেক দ্রব্য আছে, যাহা আমরা অপক্ক বা অসিদ্ধ অবস্থায় খাইতে পারি না, সুতরাং অনেক দ্রব্যকেই আহারের পূর্ব্বে পাক করিয়া লইতে হয়। আহার্য্য দ্রব্যের গুণাগুণ অনেক পরিমাণ পাক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে; ভোজ্য বস্তুর সুস্বাদ, সাত্ত্বিকতা, পচন, দেহরক্ষাকারী গুণ প্রভৃতি পাক ক্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ, এই জন্য পাকক্রিয়ার পারদর্শী হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের হস্তেই প্রধানতঃ পাকক্রিয়ার ভার অর্পিত আছে, কিন্তু দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, স্ত্রীজাতিকে সেই নিত্যাবশ্যক বিষয়ে শিক্ষিতা করিবার কোনও প্রশস্ত উপায় নাই। বালিকা ও বধূরা মাতা কিম্বা শ্বাশুড়ী মহাশয়াদিগের নিকটে প্রায়ই এই বিষয় শিক্ষা করিয়া লয়; কিন্তু মাতা বা শ্বাশুড়ীর পাকে যে সমস্ত দোষ থাকে, শিষ্যাদিগের পাকেও প্রায় সেই সকল দোষ লক্ষিত হয়। যত দিন পর্য্যন্ত এ দেশে পাক সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন, বিদ্যালয় স্থাপন অথবা শিক্ষয়িত্রীর অভ্যুদয় না হইবে, ততদিন এই মহাবিদ্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইতে পারিবে না।

প্রাচীন ভারতে রন্ধন কার্য্যে উৎসাহ দিবার অনেক উপায় ছিল। অনেকে বিজ্ঞান শিক্ষার ন্যায় বিশেষ যত্ন, অধ্যবসায় ও আগ্রহের সহিত ইহা শিক্ষা করিতেন। ভীমসেন প্রভৃতি মহাত্মা ব্যক্তিগণ রন্ধন কার্য্যে অতীব পারদর্শিতা লাভ করতঃ অসাধারণ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। স্বহস্তে রন্ধন এবং অন্নদান হিন্দু গৃহস্থের একটি মহাধর্ম্ম। অতিথি আসিলে বৃদ্ধ পুরুষ কিম্বা বৃদ্ধা গৃহিণী স্বহস্তে অন্ন পাক করিয়া যদি অতিথিকে খাওয়াইতে পারেন, তাহাহইলে (শাস্ত্র মতে) তাঁহার মহাপুণ্য লাভের ব্যবস্থা আছে। "পাক-প্রণালী" সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন "এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক প্রাচীনা যোষিদগণ স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইলে মহানন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ক্রিয়া কলাপে প্রাচীনা যোষিদগণকে রন্ধন জন্য আহ্বান না করিলে তাঁহারা ক্ষুণ্ণমনা হয়েন এবং বিষম অপমান বোধ করেন। তাঁহারা রন্ধনের পূর্ব্বে কিছু মাত্র আহার না করিয়া ভক্তির সহিত পাক ক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন। ভোক্তাদিগের আহার সমাপ্ত না হইলে তাঁহারা জল গ্রহণ করেন না। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভক্তি সহকারে রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অন্নদানের যে কি মাহাত্ম্য তাহা পৃথিবীর মধ্যে ভারত প্রথমেই বুঝিতে পারিয়াছিল। ভারতের প্রত্যেক হিন্দুগৃহ অতিথি-

শালা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গৃহস্থাশ্রম হইতে অতিথি বিমুখ হইলে, আহার না করিয়া অতিথি অপূর্ণ উদরে চলিয়া গেলে, তাহার সমুদয় পাপ গৃহীর প্রতি অর্পিবে এবং গৃহস্থের পুণ্যের ভাগ অতিথি লাভ করিবে, যে জাতির শাস্ত্রের এরূপ শাসন এবং হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, সে জাতির মধ্যে অন্নদানের প্রথা যে, কতদূর প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। হিন্দু জাতির এমন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই নাই, যাহাতে অন্ন দান নাই। সাধারণকে আহার করান যে জাতির চির প্রথা, যে দেশের ক্ষেত্র নানা জাতীয় আহার্য্য বস্তু প্রতি ঋতুতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন করে, সেই জাতির মধ্যে যে সেই খাদ্য দ্রব্য পাকেরও বহুল পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, এ বাক্য প্রমাণ জন্য কোনও প্রকার আয়াস পাইতে হয় না।"

হিন্দু জাতির মধ্যে পাক ক্রিয়ার নানাবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি বহুপ্রকার উপাদেয় খাদ্য আমাদের মধ্যে প্রচলিত। তদ্রূপ সুন্দর পাক প্রণালী এবং আহারের নিয়ম বোধ হয় আর কোনও দেশে নাই। আমাদের দেশে পিত্তনাশক ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য অগ্রে খাইতে হয়, এই জন্য সুক্তাদি প্রথমেই খাওয়া যায়; ইহার কারণ এই যে মানবদেহে পিত্তের প্রকোপ অধিক থাকে এবং তাহা অধিকতররূপে বৃদ্ধি হইলে নানা প্রকার রোগের সম্ভাবনা এই জন্য প্রথমে পিত্ত, তদনন্তর অন্যান্য রস, তাহার পর অম্ল এবং সর্ব্বশেষে মিষ্টান্নাদি খাইয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিতে হয়। তিথি বিশেষে চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ-জনিত পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের জলীয় অংশ বৃদ্ধি হয়, এ জন্য যে যে দ্রব্য আহার করিলে শরীরে রসের আধিক্য হইতে পারে, তিথি বিশেষে তাহার ভোজন নিষেধ করিয়া আর্য্য ঋষিগণ খাদ্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানের চরম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুজাতি প্রধানতঃ উদ্ভিদ্ ভোজী, মাংসাশী নহে। মানব সমাজ যখন ধর্ম্মজগতে বিচরণ করিতে শিক্ষা করে এবং আধ্যাত্মিক জগৎস্থ মুক্তি গিরির শিখরে আরোহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, তখন জীব হিংসা দ্বারা লালসা পূরণ করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের হ্রাস হয়। সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকায় এই কারণেই অনেকে আজি কালি মাংস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে দিন বিলাতের থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ধার্ম্মিক ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি এক সভায় বলিয়াছিলেন "ইংরাজের অথবা খৃষ্টানের আহারের স্থান দর্শন করিলে বোধহয় যেন ইহা মহাশ্মশান বা গোভাগাড়! প্রকাণ্ড স্তূপাকার অস্থি রাশি, এক একটী আকার বিশিষ্ট জন্তু-দেহ দেখিলে বাস্তবিক ইংরাজকে শ্মশান!